CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 29 November, 2023 ■ আগরতলা ২৯ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বস্তি প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির, উদ্ধারকারী দলকে অভিনন্দন

উৎকণ্ঠার অবসান ঃ উদ্ধার ৪১ শ্রমিক

উত্তরকাশি, ২৮ নভেম্বর: *শেষ হল ১৭ দিনের রুদ্ধশ্বাস লড়াই। উদ্ধারকারীদের হার না মানা লড়াইয়ে বদ্ধ সুড়ঙ্গ থেকে মুক্তি পেয়েছেন শ্রমিকরা।উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে ৪০০ ঘণ্টার উদ্ধার অভিযান সফলভাবে শেষ হল। আটকে থাকা ৪১ শ্রমিককেই সুড়ঙ্গ থেকে বের করা হয়েছে।*

প্রসঙ্গত, গত ১২ নভেম্বর ভোররাতে নির্মাণকার্য চলাকালীন উত্তরকাশীর ওই সিল্কয়ারা সুড়ঙ্গটি ভেঙে পড়ে। সেই থেকে ভিতরে আটকে ছিলেন ৪১ জন শ্রমিক। বিদেশ থেকে আনা ড্রিল মেশিন, উদ্ধারকারী দল এনে শুরু হয় উদ্ধারকার্য। পাহাড়ের উপর থেকে গর্ত খুঁড়েও পৌঁছনোর চেষ্টা হয় শ্রমিকদের কাছে। শেষ মেশ সাফল্য এল "বযাট-হোল মাইনিং" বিশেষজ্ঞদের হাত ধরে। ধ্বংস্তুপ খুঁড়ে, উদ্ধারকার্যের ১৭তম দিনে শ্রমিকদের বের করে আনার কাজে সাফল্য এল।

"বযাট-হোল মাইনিং" পদ্ধতি উদ্ধারকার্য চালানোর বিশেষ একটি পদ্ধতি। এর মাধ্যমে গন্তব্যে পৌঁছতে একেবারে সঙ্কীর্ণ গর্ত খোঁড়া হয়।

সাধারণত কয়লা খনিতে এই পদ্ধতিতে খননকার্য চলে। সরু গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে প্রবেশ করে, দড়িতে বেঁধে কয়লা উপরে পাঠাতে থাকেন শ্রমিকরা। উত্তরাখণ্ডে শ্রমিকদের উদ্ধার করতেও ওই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়।

অবশেষে আজ মঙ্গলবার ১৭ দিন পর বদ্ধ সুড়ঙ্গ থেকে মুক্তি পেয়েছেন তাঁরা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন তাঁদের পরিজনেরা। এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামী। সুড়ঙ্গ থেকে প্রথমে বেরিয়ে আসেন ঝাড়খণ্ডের বিজয় হোরো।

এদিকে, উত্তর কাশীতে উদ্ধার অভিযান শেষ হওয়ার পর আটক শ্রমিক এবং উদ্ধারকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শেষে উদ্ধারকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই উদ্ধার অভিযানের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে আমার কুর্নিশ জানাই। তাঁদের সাহসিকতা এবং সংকল্প- শক্তি আমাদের শ্রমিক ভাইদের নতুন জীবন দিয়েছে। এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকে মানবতা এবং টিম ওয়ার্কের অদ্ভুত এক নজির তৈরি করলেন।

উত্তর কাশীতে উদ্ধার অভিযান শেষ হওয়ার পর আটক শ্রমিক এবং উদ্ধারকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

তিনি লিখেছেন, ব্যক্তিগত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, পরিবারের থেকে দূরে থেকে এমন জটিল পরিকাঠামোগত নির্মাণ কাজে যুক্ত থাকার জন্য এবং এই ধৈর্য দেখানোর জন্য গোটা দেশ এই শ্রমিকদের কাছে কৃতজ্ঞ। যে উদ্ধারকারী এবং বিশেষজ্ঞরা অদম্য জেদ এবং কাঠিন্য দেখিয়ে এই অত্যন্ত কঠিন অভিযানকে সফল করে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, তাঁদেরকেও অভিনন্দন জানাই।'

বটতলার পর উদয়পুর চক বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড

পুড়ল ১৮ দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ নভেম্বর।। আগরতলা বটতলা সব্জি বাজারের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই উদয়পুর চক বাজারের একাংশ পুড়ে ছাই। ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর চকবাজার এলাকার একাংশ। গতকাল রাত আনুমানিক একটার সময় উদয়পুর শহরের নিউ টাউন রোড দিয়ে বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার সময়

উদয়পুর চকবাজার আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে পথচারীরা চিৎকার শুরু করেন এবং তাদের মধ্য থেকে একজন উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর প্রেরণ করেন। খবর পাওয়ার সাথে সাথে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দুটো ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনা স্থলে পৌছান। আগুনের লেলিহান শিখার তীব্রতা এতো বেশি ছিলো দমকলকর্মীদের অস্বস্তিকর পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়।

কারন দোকানগুলোর বেশির ভাগ দোকানই ছিলো মুদি মাল-ফলে একদিকে শুকনো লঙ্কার ধাঁচ অন্যদিকে বাজির আওয়াজে দমকলকর্মীরা এগোতে পারছিলোনা। পরবর্তীতে আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় নিকটবর্তী ফায়ার সার্ভিস কিল্লা, কাকড়াবন ও পালাটানা ওটিপিসি থেকে মোট পাঁচটি ইঞ্জিন এনে টানা তিন ঘন্টার আগুনের সাথে যুদ্ধ করে আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। রাতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছোটে আসেন উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার।কিভাবে দ্রুত আগুন আয়ত্তে আনা যায় সে বিষয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়ান।

এদিকে এই অগ্নি কান্ডের ফলে প্রায় আঠারোটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

আগুন আয়ত্তে আনতে নিকটবর্তী আরো প্রায় পনেরোটি দোকান জল পরার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে গোমতী জেলা শাসক তরুণ কান্তি চাকমা উদয়পুর মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যকে সাথে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের সাথে কথা বলে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

পরবর্তীতে উদয়পুর বিভাগীয় ব্যবসায়ী সংঘের সভাপতি বিধান চন্দ্র সাহা,সম্পাদক চন্দন দে,উদয়পুর বিভাগের গ্রোসারী মার্চেন্ট এসোসিয়েশনর সভাপতি, সম্পাদক উত্তম সাহা, শংকর সাহা ,মিহির সাহা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সংঙ্গে কথা বলেন।উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের অন্যান্য ইউনিটের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করেন ও সরকারের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দ্রুত আর্থিক সহায়তা প্রদান করার ব্যবস্থা করার দাবি করেন।

বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলা অনুমান করা যায়। আগুন আয়ত্তে আনতে পাঁচটি ইঞ্জিন থেকে যে জলের ব্যাবস্থা করা হয়েছে তার ফলে নিকটবর্তী প্রায় পনেরোটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবসায়ী সংঘ,ভারতীয় জনতা দলের ৩১আরকেপুর মন্ডল সভাপতি, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ব্যক্তিত্বরা ক্ষতি গ্রস্ত দোকান মালিকদের সাথে কথা বলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

অল্প কথায় বলতে গেলে সকলস্তরের জনগনের দাবি হলো অতি দ্রুত ক্ষতি গ্রস্ত দোকান মালিকদের সরকারী সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা।শুরুমাত্র অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে,তা না হলে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতো বলে তথ্যাভিগ্য মহল মনে করছে।

এদিকে, বিজেপি গোমতি জেলা সভাপতি তথা মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে বলেন সরকারী সুবিধা ও সাহায্য যত দ্রুত সম্ভব ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা হবে বলে প্রাথমিক ধারনা করা যায়।

২১ দফা দাবিতে

সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার রাজভবন অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ২১ দফা দাবিতে মঙ্গলবার রাজবন অভিযান করেছেন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নেতৃত্বরা। এদিন রাজধানীর প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকর্তারা মিছিল করে রাজভবনের উদ্দেশ্য রওয়না দিয়েছিলেন। কিন্তু সার্কিট হাউস এলাকায় পুলিশ মিছিলটিকে আটকে দিয়েছিল।

সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতৃত্বে কৃষক সমাজ অন্যান্য গণতান্ত্রিক অংশের জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থনের মধ্য দিয়ে ৩৮৪ দিন ধরে দিল্লির সীমান্তে সংগ্রাম চালিয়ে সাত শতাধিক কৃষকের শহীদানের বিনিময়ে মোদী সরকারকে তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই সময় মোদী সরকার সংগ্রামী কৃষকদের বিভিন্ন দাবি যেমন ফসলের ন্যূনতম সহায়ক দাম ও বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল ২০২০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইউকো ব্যাঙ্কের ক্রেডিট লিঙ্কেজ অনুষ্ঠানে

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে স্বসহায়ক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে স্বসহায়ক দলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি হলেই দেশ ও রাজ্যের অর্থনীতিতে গতি আসবে। আজ আগরতলার সুকান্ত একাডেমীতে ইউকো ব্যাঙ্কের উদ্যোগে স্বসহায়ক দলের শিবির ও আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলির মহিলা সদস্যরা আজ আত্মনির্ভরতার পথ দেখছে। মহিলাদের আত্মনির্ভরতার মাধ্যমেই আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে উঠবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিন্তাধারা গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটানো। সেই মার্গ দর্শনেই রাজ্যের বর্তমান

সরকার কাজ করছে। বর্তমানে রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলি খুবই ভাল কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের এই কর্মসূচিতে স্বসহায়ক দলগুলিকে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখার পক্ষ থেকে ১৩০টি স্বসহায়ক দলের অ্যাকাউন্টে ঋণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৯৫টি নতুন স্বসহায়ক দলকে প্রথম পর্যায়ে ক্রেডিট লিঙ্কেজে যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৫টি স্বসহায়ক দলকে ২য় ও ৩য় পর্যায়ে ক্রেডিট লিঙ্কেজে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একে মিশ্রা সকাশে তিপ্রমথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরার জনজাতি গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন এবং তাঁদের সমস্যা নিরসনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপদেষ্টা এ কে মিশ্রা রাজ্যের দুই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এদিন এ ডি নগর পুলিশ কমপ্লেক্সে জনজাতি মোর্চা এবং তিপ্রা মথার নেতৃত্বদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

এদিন প্রথমে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে জনজাতি মোর্চার নেতৃত্বরা এ কে মিশ্রার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদিনের বৈঠকে জনজাতি মোর্চার শীর্ষ নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া, এদিনে তিপ্রা মথার দলের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্ষতিগ্রস্থ বটতলা বাজারে বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। অগ্নিকাণ্ডে বটতলা বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। আজ বটতলা বাজার পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাথে কথাবার্তা বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, রবিবার গভীররাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটেছে বটতলা বাজারে। অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়েছে প্রায় দেড়শ সবজির দোকান। এছাড়াও ১৫ থেকে ২০টি মুদির দোকান সহ অন্যান্য দোকানও এই অগ্নিকান্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। রাত আনুমানিক প্রায় ১টা নাগাদ এই অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি

বক্সনগর

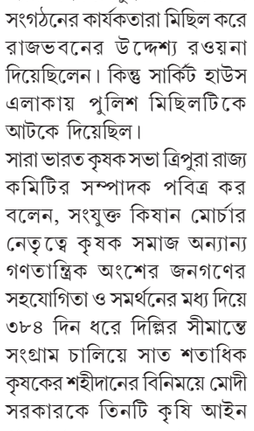

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৮ নভেম্বর।। গ্রেপ্তার হলেন বক্সনগর যুব মোর্চার সভাপতি জিমুল হক। মানব পাচার, জাল নথি সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

শাসক দলের নাম ব্যবহার করে পাচার বাণিজ্য শুরু করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়াও রোহিঙ্গা পাচার বাণিজ্য, বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় কাগজপত্র করে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এনআই এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে প্রায় আনুমানিক ২:৩০ মিনিটে মধ্যভাগ নগর নিজ বাড়ি থেকে কলমচৌড়া থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে।

আন্তর্জাতিক মানব পাচারের অভিযোগে তাকে জালে তুলেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। মামলার নম্বর ৯৫/২০২৩। ৩৮৪/৪২০/৫০৬ ধারা অনুযায়ী বহু কেলেঙ্কারির নায়ক জিমুল হককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে থানা পুলিশ। আজ সকালে থানার পুলিশ জিমুল হককে মেডিকেল পরীক্ষার পর সোনামুড়া থানায় সোপর্দ করেছে। তাকে রিমান্ডে নিয়ে তদন্তক্রমে আরো তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে বলে ধারণা পুলিশের।

রেগার কাজ নিয়ে অসত্যও বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ঃ রতন লাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। এডিসি এলাকায় এমজিএন রেগায় কাজ নেই বলে যা প্রচারকরা হচ্ছে তা সম্পর্ণঅসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক। সম্পতি কিছু মহল থেকেঅভিযোগকরা হয়েছে এডিসি এলাকায় কাজ ও খাদ্যের অভাবরয়েছে। এনিয়ে রাজ্যবাসীকে সম্পর্ণভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আজ মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথসাংবাদিকদের একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিমন্ত্রী

মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ১৪টি এডিসি ভিলেজের রেগারশ্রমদিবসের বিস্তারিত তথ্যতুলে ধরে বলেন, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ১৪টি এডিসি ভিলেজেরমধ্যেএবছরএখন পর্যন্ত হলুদিয়া ভিলেজকমিটিতে গড়ে ১০০.৬৯ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। তাছাড়া এই ব্লকেরই আঠারমুড়া ভিসিতে কাজ হয়েছে ৭৮.৪৩, রামকৃষ্ণপুর ভিসিতে কাজ হয়েছে ১১৪.৪৭, তুইকর্ম ভিসিতে কাজ হয়েছে ১০৮.৬৬, নোনাছড়ায় কাজ হয়েছে ১১১.০১, কাকড়াছড়ায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘরের দাবিতে পঞ্চায়েত ঘেরাও করল চা শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ নভেম্বর।। মঙ্গলবার দুপুরে মালাবতি চা বাগানের প্রতিটি শ্রমিক পরিবারের পুরুষ মহিলা মিলে সেকেরকোট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর পাওয়ার দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করেন।কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোট মালাবতি চা বাগানের শ্রমিক হিসাবে দীর্ঘ অনেক বছর ধরে কাজ করে আসছে ২০ থেকে ২৫টি পরিবার। এরই মধ্যে চা বাগানের সমস্ত শ্রমিক পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর আসে এমনকি ঘর তৈরি করার জন্য প্রথম কিস্তিতে তাদের একাউন্টে টাকাও পায় কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে শ্রমিকদেরকে ঘর তুলতে বাধাদান করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে চা বাগানের শ্রমিকরা এই সমস্যায় ভুক্তভোগি ছিল অবশেষে এদিন পঞ্চায়েত সচিবের হাতে শ্রমিকরা তাদের ঘর পাওয়ার দাবি ডেপুটেশনের মাধ্যমে জানায়। শ্রমিকরা পঞ্চায়েত সচিবের কাছে জানতে চায় কি কারনে এবং কার নির্দেশে তাদেরকে ঘর তুলতে বাধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু পঞ্চায়েত সচিব শ্রমিকদেরকে সঠিক জবাব দিতে পারেনি তবে পঞ্চায়েত সচিব শ্রমিকদের জানিয়ে দিয়েছেন তাদের দাবিগুলি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হবে এবং খুব শীঘ্রই তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এদিকে ডেপুটেশন শেষে শ্রমিকরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন তাদের ঘর পাওয়ার সমস্যা যদি সমাধান করা না হয় তাহলে তারা আগামী দিনে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হবেন।

দুই যুবকের মারপিট আটকে গিয়ে প্রাণ গেল বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ নভেম্বর।। দুই অটো চালকের বচসা থামাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন যাটোর্ধ বৃদ্ধ।ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত এগ্রিকালচারাল চৌমুহনী পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সংলগ্ন এলাকায়। আজ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দুই অটো চালক যথাক্রমে আক্তার আলী ও কালু সাহা সামান্য যাত্রী অটোতে তোলা নিয়ে বচসায় লিপ্ত হন এবং হাতাহাতি থেকে একসময় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এমন সময় আক্তার হোসেনের মামা গাড়ি চালক রজ্জব আলী ওনার নিজস্ব গাড়ি নিয়ে ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় হাতাহাতির ঘটনা চাক্ষুষ করেন।রজ্জব আলী দুই অটো চালকের বচসা বন্ধ করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৭০ ■ সংখ্যা ৫৩ ■ ২৯ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১২ অগ্রহায়ণ ■ বুধবার ■ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

দায়িত্বহীনতাই বিশৃঙ্খলার মূল কারণ

দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে। সরকারি বেসরকারি সব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল মানুষের অভাব দেখা দিয়াছে। যাহাদের উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত থাকে তাহারা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতেছেন না। স্বাভাবিক কারণেই সরকারের পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হইতেছে না। জনগণ ইহার দায় সরকারের ঘাড়ে চাপাইতেছে। স্বচ্ছ প্রশাসন গড়িয়া তুলতে হইলে প্রথমে স্বচ্ছ নাগরিক গড়িয়া তুলিতে হইবে। অন্যথায় নীতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়ণ মানুষের দ্বারা সুস্থ সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। যাহারা দায়িত্ববান তাহারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একাংশের মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা দায়িত্বহীন।এই ধরনের মানসিকতার ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টির হইতেছে। বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিলে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না।যে কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বড়সড় ইস্যু হাজির হইলে সম্মিলিতভাবে আমাদের উচ্চকিত প্রতিবাদের ধরন দেখিলে মনে হয়, আমরা সকলেই বুঝি একটি আদর্শ সমাজ, আদর্শ সরকার, আদর্শ পরিবেশ চাই। ফেসবুকে আলোচনা দেখিয়া মনে হয় চারদিকে কত সৎ, আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ, ডিসিপ্লিনড মানুষ আছেন। তাহা হইলে চারপাশে এত নীতিহীনতার ছড়াছড়ি কেন? উন্নত সমাজ গড়িয়া উঠুক এজন্য আমাদের উদ্বেগের অন্ত নাই। কিন্তু সেজন্য আমরা নিজেরা কতটা উদ্যোগী? কী কী করিয়াছি অথবা করছি সামাজিক কোনও ইতিবাচক উৎকর্ষ নির্মাণে? নাকি শুধুই নানারকম ঘটনার নিরাপদ প্রতিবাদ করিয়া দায়িত্ব শেষ? আমরা নিজেরা নিজেদের ডিউটিগুলো ঠিকভাবে পালন করিতেছি তো? চেনাজানা লোকগুলো কি আমাদের আদৌ সিরিয়াসলি নিতেছে? নাকি আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন?

যে ডাক্তাররা রোগীকে নানারকম টেস্ট করিতে দিয়ে ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক থেকে নিয়ম করিয়া কমিশন নিয়া থাকেন, তাঁহারাও নাকি দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে সরব। যে শিক্ষক স্কুলের ক্লাসের থেকে বেশি মনোযোগী হইয়া নিখুঁতভাবে পড়ান ব্যক্তিগত টিউশনে, তিনিও নাকি সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব। যে সরকারি কর্মচারী পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাবলিকের থেকে বিনিময়ে কিছু পাইয়া থাকেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন জনপ্রতিনিধিদের আচরণে। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যই যাঁহারা ট্যাক্স কনসালট্যান্টকে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়। যে ঠিকাদার বিকেলে বন্ধুদের আড্ডায় রাজনীতিকে চরম আক্রমণ করেন, তিনিই সকালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য কোনও নেতা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিসারকে ঘুষ দিয়া আসেন। অথচ অসংখ্য সৎ ডাক্তার, সৎ শিক্ষক, সৎ সরকারি কর্মচারী, সৎ প্রফেশনাল, সৎ ব্যবসায়ী, সৎ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। কিন্তু যাঁহাদের জন্য এসব পেশা অথবা আইডেন্টিটির বদনাম হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে খুব কম মানুষই মুখ খোলেন।

আমার পাড়ায় কিংবা কর্মস্থলে অথবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি অনিয়ম, অন্যায়, দুর্নীতি দেখিতে পাই, আমরা সচরাচর নিঃশব্দে সেগুলি থেকে নিজেকে সরাইয়া রাখি। আমাদের চারপাশে ঘটে চলা ছোট ছোট অন্যায়, দুর্নীতির কতবার অফিসিয়ালি প্রতিকারের পথে যাই? প্রতিবাদ মানে ফিজিক্যাল এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ। ফেসবুকে নয়। যাই না কেন? কারণ, আইডেন্টিফাই হয়ে যেতে আমাদের ভয় লাগে। যদি প্রভাবশালীরা আমাদের উপর অত্যাচার করে তখন কে দেখিবে? এটা একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সেটি হইল ঝামেলায় না ঢোকা। এড়াইয়া যাওয়া। আমার কী দরকার ওসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিহ্নিত হইয়া যাওয়া? এটা সামাজিক দায় এড়িয়ে যাওয়া নয়? যাতায়াতের পথে আমরা পাবলিক প্লেসে দল বাধিয়া আড্ডাধারীদের অশালীন ভাষা হজম করি নিজেকে বাঁচাইয়া। অটো, বাস, টোটো ইত্যাদি পাবলিক ট্র্যান্সপোর্টের কর্মীদের দুর্বিনীত ব্যবহার মানিয়া নেই। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করি না। কারণ, তাহাদের পিছনে রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু পাবলিকও যদি সম্মিলিতভাবেই প্রতিবাদ করে, তাহলে রাজনীতিও ভয় পাইবে। আমরা সেই উদ্যোগগুলি নিই না। আর তাই আমাদের চারপাশেই কিন্তু বড় অপরাধের বীজগুলি বাড়িতে থাকে। একক প্রতিবাদের যুগ শেষ। কিন্তু সম্মিলিত প্রতিবাদের উদ্যোগেও কেন ভাটা পড়িছে?

আমরা বাচিয়া নিয়াছি সহজ পথ। সোশ্যাল মিডিয়া। সেখানে মিডিয়া, সরকার, রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা যায়। অনেকে একসঙ্গে প্রতিবাদ করা হইলে আর পৃথকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয় নাই। ফেসবুকের প্রতিবাদের গুরুত্ব নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদগুলি স্বল্পমেয়াদি। কোনও একটি ঘটনার প্রতিবাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আলোচনায় চলে আসে অন্য কোনও ইস্যু। কথা বলতে ভালোবাসা আজকের সমাজ একটি ইস্যুতেই দীর্ঘদিন থেকে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে।

সরকার দায়িত্ব পালন করিতেছে না। মিডিয়া কর্তব্য পালনে ব্যর্থ। প্রশাসন অযোগ্য। এই অভিযোগগুলি তো সারা বছর ধরিয়াই করা হয়। কিন্তু সুনাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্বটা ঠিক কী? আমরা নিজেরা কতটা সামাজিক কর্তব্যপালনে সৎ ও নিয়মনিষ্ঠ? সুযোগ পেলে কাজে ফাঁকি দিই? ঘুষ দিয়া কাজ আদায় করি? কোনওরকম অন্যায় সুযোগ সুবিধা নিইনি কখনও? স্বজনপোষণ করি? প্রকৃতপক্ষে সুনাগরিক রায় দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারেন। সেই কারণেই ছোটবেলা থেকে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে সুনাগরিক হিসাবে করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অভিভাবকদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা উচিত। এই দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করিতে পারিলে ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা মুক্ত থাকিবে।

পঞ্জাবে পাকিস্তানি ড্রোনের অনুপ্রবেশ, বিএসএফ গুলি করতেই উধাও

চন্ডিগড়,২৮ নভেম্বর (হি.স.) : সোমবার রাতে পঞ্জাবে পাকিস্তানি ড্রোন প্রবেশের পর বিএসএফ গুলি করে তা ফিরিয়ে দেয়। বিএসএফ পাকিস্তানের দিক থেকে অনুপ্রবেশকারী ড্রোনটির উপর গুলি চালায় এবং তা ফিরিয়ে দেয়। বিএসএফ পরে সতর্কতামূলক তল্লাশি অভিযানও চালায়। বিএসএফ জানিয়েছে, সোমবার রাতে গুরুদাসপুর সেক্টরের অধীনে বিওপি সাধনওয়ালিতে মোতায়েন ২৭ ব্যাটালিয়ন দল ভারতীয় সীমান্তে একটি ড্রোন দেখতে পায়। তারপরে বিএসএফ গুলি চালায়।

এরপর ড্রোনের শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। মনে করা হচ্ছে, ড্রোনটি হয়তো পাকিস্তানি সীমান্তে ফিরে গেছে অন্যথায় ভারতীয় সীমান্তের কোথাও বিধ্বস্ত হয়েছে। এর ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে সীমান্ত এলাকায় তল্লাশি অভিযানও চালায় বিএসএফ।

ক্রিকেট থেকে কী শিখেছি

সেটা ছিল সত্তর দশকের মাঝামাঝি, সম্ভবত ছিয়াত্তর সাল। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের দুই প্রধান স্তম্ভ তখন গাওস্কর এবং বিশ্বনাথ। একটি ইংরেজি কাগজে (দৈনিক নয়) গাওস্করের এক সাক্ষাতার প্রকাশিত হল। সেখানে তিনি বিশ্বনাথ সম্পর্কে জানালেন, ''ভিশির সঙ্গে খেলতে গিয়ে অধিকাংশ ব্যাটসম্যানই তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যায়, কারণ নন-স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে ভিশির ব্যাটিং দেখে তারা ভাবে যে, খুব প্লেয়েব্ল বল আসছে।''

এর পরই তিনি নিজের সঙ্গে বিশ্বনাথের তুলনা প্রসঙ্গে জানান, ''আমি যে বলটা আটকাতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব, ভিশি অনায়াসে সেই বলটা বাউন্ডারিতে পাঠাবে।''

এই বাক্যটি আমার কবিতা লেখার কাজে খুব বড় একটি শিক্ষা হিসাবে কাজ করে চলেছে সারা জীবন ধরেই। তার আগে বলা দরকার আমি কী ভাবে পড়তে পারলাম এই সাক্ষাতার। আমাদের রানাঘাটে দু'টি লাইব্রেরিতে আমি নিয়মিত যেতাম। পাবলিক লাইব্রেরি আর মহকুমা লাইব্রেরি। দ্বিতীয় লাইব্রেরিটির কর্ণধার অনাথদা ''স্পোর্টস অ্যান্ড পাসটাইম'' এবং ''ইলাসট্রেটেড উইকলি'' রাখতেন লাইব্রেরিতে। কোন কাগজে পড়েছিলাম মনে নেই। কিন্তু গাওস্করের ওই কথাটি আমি বার বার মনে করতে বাধ্য হয়েছি কেন না যত আমার জীবন এগিয়েছে, বয়স বেড়েছে, আমি কবিতাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করেছি ততই আমাকে অন্যান্য কীর্তিমান এবং আমার অগ্রজ কবি লেখকদের সঙ্গে তুলনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। গাওস্করের এই সাক্ষাতারটি পড়ার প্রায় কুড়ি বছর পরে আমি আমার চাকরিজীবনে বাংলার এমন এক চিরস্মরণীয় সাহিত্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক ঘরে বসে কাজ করতাম, যিনি প্রতি বছর চারটি উপন্যাস লিখতেন। একটি কিশোরদের জন্য, অন্য দু'টির একটি নিজনামে অন্যটি ছদ্মনামে যে-নামটি ঘরে ঘরে পাঠক-সমাদৃত এ ছাড়াও বাংলাদেশের কোনও একটি পত্রিকার ইদ সংখ্যায় তাঁর একটি উপন্যাস প্রকাশ পেত। এর পাশাপাশি তিনি অনায়াসেই লিখে চলতেন কবিতা, ছোটগল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, বুক রিভিউ। সেই সঙ্গে সম্পাদনা করতেন বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া একটি কাব্যপত্রিকা।

আমাকেও তখন বছরে একটি করে উপন্যাস পুজোসংখ্যায় লিখতে হত চাকরিসূত্রেই এবং একটি উপন্যাসও কারও ভাল লেগেছে বলে জানতে পারতাম না। বরং আমার প্রথম উপন্যাসটি থেকেই আমি বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়তে পড়তে চলি। সবচেয়ে বড় সমালোচক আমার বাড়িতেই। কাবেরী। আমি মনে-মনে শুধু বলতাম: ''আমি যে বলটা আটকাতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব, ভিশি অনায়াসে সেই বলটা বাউন্ডারিতে পাঠাবে।'' অর্থাৎ আমি পুজোসংখ্যার জন্য প্রতিশ্রুত উপন্যাসটির কাজ দ্রুত সমাধা করেই আবার আমার কবিতা লেখার চেষ্টার মধ্যে ঢুকে পড়তাম। অন্যান্য কবির লেখার সঙ্গেও আমার অনেক তুলনা টানা হয়েছে। তাঁরা সকলেই যে অতুলনীয় কাব্যশক্তির অধিকারী, অগ্রজ বা সমসাময়িক সকলেই, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থেকে আমি তাঁদের কবিতার গুণবাচক দিকগুলি পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্য বিশ্লেষণমূলক গদ্য রচনার চেষ্টা করেছি। উল্টো দিকে নিজের ভিতরে তাকিয়ে খুঁজতে চেয়েছি আমার মন কখন কী রকম কবিতার দিকে যেতে চাইছে তার দিকদিশা। এক বার গাওস্করের সময়টা ভাল যাচ্ছে না। ভারতের জনগণ তাঁর কাছে তখন সব সময়ই শতরান প্রত্যাশা করে। কিন্তু তিনি ব্যাড প্যাচের কবলে পড়েছেন। এই সময় সাংবাদিক এম জে আকবর তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাতার নেন। অনাথদার লাইব্রেরিতে বসেই সেই সাক্ষাতার পড়ি। যখন গাওস্করকে প্রশ্ন করা হল যে, তাঁর এত বিরুদ্ধ সমালোচনা হচ্ছে সংবাদমাধ্যমে, এগুলোতে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়। তখন গাওস্কর একটি উত্তর দিয়েছিলেন যা পরবর্তী সময়ে আমাকে আমার নিজের কবিতার পথ নিজের মতো করে সন্ধান করবার চেষ্টায় সর্বদা একটা অব্যর্থ উপদেশ হিসেবে কাজ করেছে। গাওস্কর বলেছিলেন, ''তুমি যে-কাজই করো তার বিরূপ সমালোচনা হবেই। যখন আমি রান পাই না তখন বিরুদ্ধতাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিই। কিন্তু যখন আমি রান পাই, অর্থাৎ কোনও শতরান বা দ্বিশতরানের পরও আমি নিজেকে ছেড়ে দিই না। ড্রেসিংরুমে ফিরে এসে একটা টেবিলের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে, তোয়ালে জড়িয়ে, যখন ম্যাসিয়োরের কাছে মাসাজ নিই, তখন সেই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমি মনে মনে প্রত্যেকটা বল কী ভাবে খেলেছি, সেটা রিপ্লে করে দেখি। ভাবি, যে শটটা খেলেছি তাতে বলটা এক্সট্রা কভারে না গিয়ে পয়েন্টের দিকে গেল কেন? আমার কী ভুল ছিল? প্রত্যেকটা স্কোরিং এবং নন-স্কোরিং শট আমি মনে মনে দেখতে থাকি। এক সময় উঠে পড়ি ম্যাসিয়োরের টেবিল থেকে। কিন্তু তত ক্ষণে আমার নিজের পুরো ইনিংসটার রিভিউ আমার নিজের করা হয়ে গেছে। তাই সাংবাদিকরা যখন আমার ব্যাটিং নিয়ে কোনও বিরূপ সমালোচনা করেন, তার কোনও প্রত্যুত্তর আমি দিতে যাই না। কারণ আমি তো নিজেই নিজের রিভিউ নিয়ে নিয়েছি।

১৯৮৩ সালে এই সাক্ষাতার পড়েছিলাম। তখন গাওস্করের সংগ্রহে আছে ২৮টি টেস্ট সেঞ্চুরি। আর ২০১২ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত পঙ্কজ রায়ের জীবনী ''পঙ্কজ'' নামক বইয়ের ১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় এই বিবরণ: ১৯৭৮ সালে মার্চেন্ট দেখা করতে গেছেন গাওস্করের সঙ্গে, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। তার আগের দিনই গাওস্কর একটি অবিস্মরণীয় দ্বিশতরান করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। সেই ২০৫-এর আগের দু'টি ইনিংসে তাঁর রান ছিল যথাক্রমে ১১১ ও ১৩৭, পাকিস্তানের মাটিতে। বইয়ে পাওয়া যায়, মার্চেন্ট যখন বলছেন, ''তুমি ওই সবুজ পিচে যেসব শর্ট খেলেছ হোল্ডারদের, দেখে আমি হাঁ হয়ে গিয়েছি।'' তখন গাওস্কর বিনম্র ভাবে তাঁকে থামান, বলেন, ''আমার একটাই জিজ্ঞাস্য আছে। আমি যখন ১৯৭ রানে, তখন একটা হুক মারি। ওটা স্কোয়ার লেগ দিয়ে না গিয়ে ফাইন লেগ দিয়ে বাউন্ডারিতে যায়। কেন হল এটা? আপনার কী মনে হয়? ভুলটা কোথায় করেছিলাম?''

মার্চেন্ট বাকরুদ্ধ হয়ে যান কার্যত। কারণ পারফেকশনের জন্য এই আকুতি ক্রিকেটের প্রবাদপ্রতিম ব্যাটসম্যানদের মধ্যেও মার্চেন্ট দেখেননি। এই কথা জানার পর গত এক দশক কবিতাচর্চায় আমি নিজের ক্ষেত্রে নির্মম ভাবে পারফেকশনিস্ট হওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।

''৮৩ সালে গাওস্কর যা বলেছেন, তারই প্রমাণ পর পর তিন ইনিংসে ১১১, ১৩৭, ২০৫ করার সময়ও তাঁর মনে কাজ করেছে। ''৮৩ সালেই আমি বুঝি যে, আমাকে সকলের কাছ থেকে শিখতে হবে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি শিখতে হবে নিজের ত্রুটিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার একাগ্রতা থেকে।

এ বার ১৯৯৬ সালে চলে আসি। ১৯৮৭ সালে অবসর নিয়েছেন গাওস্কর। এক তরুণ ক্রীড়াসাংবাদিকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গেছে ভারত, গেছে সেই তরুণ ক্রীড়াসাংবাদিকও, সিরিজ কভার করতে। ফিরে আসার পর তার কাছে শুনলাম এক আশ্চর্য গল্প, অফিসের করিডরে দাঁড়িয়ে। কেননা সেই তরুণ বসে একই অফিসের চার তলায়, আমি বসি তিন তলায়। মাঝে মাঝেই করিডরে দাঁড়িয়ে কফি খাই আমরা। তরুণটি তখন ভাল কবিতা লেখে, তাই আমার সঙ্গে সংযোগ। একটি ম্যাচের কথা জানলাম তার কাছে। সে প্রেস বক্সে বসে আছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এই সব দেশের ক্রীড়াসাংবাদিকদের সঙ্গে। সকলেই ম্যাচ রিপোর্ট করার কাজে উপস্থিত। ভারত এই খেলায় প্রথম ইনিংসে ৬৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১০০ রান করে অল আউট হয়ে যায়। স্বভাবতই ইনিংসে পরাজয় ঘটে ভারতের। ভারতের এই দুর্দশার পিছনে কে? অ্যালান ডোনাল্ড নামের এক ফাস্ট বোলার, যাঁকে তখন বলা হচ্ছে পৃথিবীর দ্রুততম। ভারতের প্রথম ইনিংসের আরম্ভে যখন পর পর উইকেট পড়ছে, তখন দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবাদিকরা খুবই ঠাট্টা-তামাশা করছেন ভারতীয়দের পেস বোলিং খেলার দুর্বলতা নিয়ে। অন্য দেশের সাংবাদিকরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। বলা দরকার এখানে, এই সব সাংবাদিক কোন প্রজন্মের? আমি যে তরুণটির কথা বলছি, সে ক্রীড়াসাংবাদিকতা শুরু করেছে ১৯৯৩-এ। অন্য সাংবাদিকরা সব ওই কাছাকাছি প্রজন্মের। দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবাদিকরা একটু বেশি উতাহী। তাঁরা বলছেন, ''তোমাদের সানি গাওস্কর এই ডোনাল্ডের সামনে পড়লে কী করত?'' এবং সকলেই একমত হচ্ছেন যে, গাওস্করও এই ডোনাল্ডের সামনে থেকে ব্যাট হাতে পালিয়ে যেতেন।

> গাওস্কর নিজে লিখতেও পারেন। তাঁর সব বই আছে আমার কাছে। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত ''আইডল'' নামক বইটি অবশ্য তিনি নিজে লেখেননি। তাঁর বলা কথা লিখেছেন অন্য সাংবাদিক। সে-বইয়ে গাওস্কর, অন্যান্য ক্রিকেটারের গুণবাচকদিকগুলি তুলে ধরেছেন সপ্রশংস ভাবে। যাঁরা টেস্ট খেলেননি, তাঁদের কথাও বলেছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। যেমন পি শিভালকার।

কেউ খেয়াল করেনি, ওই একই প্রেস বক্সে একেবারে সামনে, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে বসে আছেন দীর্ঘদেহী এক মধ্যবয়সি ভারতীয়। তিনি এ সব আলোচনায় কোনও অংশ নিচ্ছেন না। ভারতীয় বলেই হয়তো। আমার অনুজ বন্ধু তাঁকে চিনতে পেরেছেন প্রথমেই। তিনি এসে পড়ল গাওস্করের শেষ টেস্ট ইনিংস। সেই ইনিংসের পরদিন আনন্দবাজারে মতি নন্দী লিখলেন, ''তিনি পাহাড়ের মতোই দাঁড়িয়েছিলেন ইমরান খানের স্বপ্নকে আড়াল করে। একে একে সাত জন সঙ্গীকে বিদায় নিতে দেখলেন।... গাওস্কর তৃতীয় দিন একটা কুড়ি থেকে চতুর্থ দিন একটা দশ পর্যন্ত ব্যাটিংয়ে একবার মাত্র মনঃসংযোগ হারিয়েছেন, যখন ইকবাল কাশিমের প্রচণ্ডভাবে ঘোরানো ও লাফিয়ে ওঠা বলের গতিপথ থেকে ব্যাট সরাতে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ দেরি করেছিলেন। স্লিপে রিজওয়ান ক্যাচটা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান জেনে যায়, তারা জিতে গেছে।'' এই লেখাতেই মতি নন্দী জানিয়েছেন, ''পিচে কয়েক মেগাটন স্পিন ভরে রাখা আছে, বল লাফাবে এবং নিচু হবে।'' এর প্রমাণ, পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ১৪৫ করে, ভারত ১১৬। সেই পিচে ৩২৩ মিনিট খেলে ২৬৬ বলে ৯৬ রান করে গাওস্কর যখন ফিরছেন, তার রিপোর্ট এই রকম, ''নিজের উপর রাগ আর হতাশায় মাথা নাড়াতে নাড়াতে গাওস্কর ফিরে আসছেন, তখন উপরের গ্যালারি থেকে রাশি রাশি গাঁদা ফুল ঝরে পড়ল তাঁর মাথায়।''

প্রবাদপ্রতিম: গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ এবং (ডান দিকে) দিলীপ বেঙ্গসরকার। ছবি: গেটি ইমেজেস।

এই রিপোর্ট ১৯৮৭ সালের মার্চে লেখা। তার ৩৫ বছর পর আর এক বাঙালি সাংবাদিক প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে লিখেছেন, তার পরবর্তী মুহূর্তে ড্রেসিংরুমে বসে থাকা গাওস্করের স্তব্ধ অবস্থার কথা। পাকিস্তান ১৬ রানে জিতে গেছে ম্যাচ ও সেই সঙ্গে সিরিজও। গাওস্কর একটা প্যাড খুলে রেখেছেন, দ্বিতীয়টি খুলছেন মাথা নিচু করে। ঢুকলেন জাভেদ মিয়াঁদাদ। বললেন, ''সানিভাই, মুঝে মাফ কর দেনা।'' গাওস্কর তাঁর বিস্মিত মুখ তুললেন, ''মাফ করে দেঙ্গে? তুমকো? কিস লিয়ে?''

মিয়াঁদাদ বলছেন, ''ম্যায়নে তুমকো ফিল্ড মে বহোত সারা গালি দিয়া। ফিল্ড মে তো অ্যায়সাহি করনা পড়তা হ্যায়। ম্যায় মাফি মাংতা হুঁ সানিভাই।'' গাওস্করের উত্তর, ''তুমনে গালি দিয়া মুঝে? ম্যায় তো কুছ সুনা নেহি!''

যে পিচে কয়েক মেগাটন স্পিন ভরে রাখা আছে, সেখানে ৩২৩ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গেলে যে প্রচণ্ড মনোনিবেশ দরকার, সেখানে স্লিপ থেকে বলা কারও গালিগালাজ কানে ঢোকার কথা নয়। আমি শিখলাম, যদি সত্যিই একাগ্র মনে লেখার চেষ্টা করি, তবে সেই চেষ্টার মনঃসংযোগই যেন আমাকে ঘিরে থাকে। তা হলে বাইরের অপ্রয়োজনীয় কথা আর আমার কানে ঢুকবে না।

১৯৮৭ সালের মার্চে মতি নন্দীর উক্ত রিপোর্ট থেকে আরও দু'-এক লাইন বলি, ''উইকেটে ১৯ মিনিট কাটিয়ে প্রথম, ৪৭ মিনিট পর দ্বিতীয় রান নিলেন গাওস্কর। খবরটা দিলাম, শুধু উইকেট এবং বোলিং কেমন ছিল তা অনুমান করার জন্য। আর কী পরিমাণ ধৈর্য তখন গাওস্করের ব্যাটিংয়ে কাজ করছে, সে কথাও বোঝাতে। বল মারার থেকেও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন বল ছাড়ায়।''

এই ম্যাচের চার বছর দু'মাস আগে, ফয়সলাবাদে পাকিস্তান-ভারত মুখোমুখি। আগের টেস্টে ইনিংস ও ৩৬ রানে হেরেছে ভারত। পরের টেস্টেও ইনিংস ও ১১৯ রানে হারবে। এই টেস্টে যখন ভারতের প্রথম ইনিংস শুরু হয়েছে, আমি তখন একটা সাদা-কালো টিভির সামনে বসে আছি। নিজেদের টিভি নেই। পাশের বাড়ির বাবু-মিলুদের সঙ্গে আমাদের দুই ভাইকেও নিজের সন্তানের মতোই দেখতেন ওদের মা। আমি যখন খুশি খেলা দেখতে ওদের টিভির সামনে গিয়ে বসে পড়তাম। মাসিমা চালিয়ে দিতেন। এখন চা-বিরতি। দু'জন কমেন্টেটর একটি বিশেষ বল বার বার রিপ্লে করে দেখাচ্ছিলেন আর আলোচনা করছিলেন তাই নিয়ে। দু'জনের একজন আসিফ ইকবাল, অন্য জন মনসুর আলি খান পটৌডী। যে ডেলিভারির রিপ্লে তাঁরা বার বার দেখাচ্ছেন, সে-বলে কোনও উইকেট পড়েনি, কোনও ক্যাচও ওঠেনি। বোলারের নাম সরফরাজ নওয়াজ। তাঁর একটি দেরিতে-ভাঙা- আউটগোয়িং বল তাঁরা দেখাচ্ছিলেন বিস্ময়াভিভূত ভাবে। বিস্ময় ও রিপ্লে দেখানোর কারণ হল, যিনি ব্যাট করছিলেন, তিনি কী ভাবে ওই বলটি থেকে ব্যাট সরিয়ে নিচ্ছেন! তিনটি স্লিপ লাফিয়ে উঠল, উইকেটকিপার ওয়াসিম বারি-সহ। কিন্তু এটাকে ''বিট'' করা বলতে রাজি নন ভারত ও পাকিস্তানের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক। আসিফ ও পটৌডীর মতে এটা ব্যাটসম্যানের দেওয়া ''জাজমেন্ট''। এ রকম ভাবে বল ছাড়াটা নতুন ক্রিকেটারদের শেখা দরকার, বলছিলেন আসিফ। অথচ এই ব্যাটসম্যান কিন্তু মাত্র ১২ রানে তার আগেই আউট হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, এই ব্যাটসম্যান গাওস্কর। বল মারার থেকে বল ছাড়ার গুরুত্ব যে ব্যাটসম্যানের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তা গাওস্কর জানতেন। ১৯৮৩ সালের এই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি প্রথম বল থেকে খেলতে শুরু করে ১২৭ নট আউট থেকে যান ও ভারতকে আরও একটি ইনিংস-ডিফিটের লজ্জা থেকে রক্ষা করেন। ''ক্যারিয়িং দ্য ব্যাট'' যেন নয়, ''ক্যারিয়িং দ্য লাইফ'' মনে হয়েছিল আমার! সাত ঘণ্টা তেরো মিনিট ক্রিজে দাঁড়িয়ে। শেষ ৩৮ মিনিট সঙ্গী একাদশ ব্যাটসম্যান মনিন্দর সিংহকে নিয়ে গাওস্কর ৮৯ থেকে ১২৭-এ পৌঁছেছিলেন। যেখানে মনিন্দরের অবদান মাত্র ২।

জীবনের ক্ষেত্রেও এবং লেখার ক্ষেত্রেও কখনও কখনও ছেড়ে দেওয়াটা বেশি জরুরি হয়ে পড়ে গ্রহণ করার চেয়ে। এটি গাওস্করের কাছ থেকেই শিখেছি সেই ১৯৮৩ সালে। ওই বছরেই গাওস্করের দেওয়া যে সাক্ষাতারের কথা পূর্বে বলেছি, সেখানে তিনি এ কথাও বলেছিলেন, ''আমার বারো বছর টেস্ট খেলা হয়ে গেল। এখন রিফ্লেক্স আগের থেকে কমেছে।'' (একই কথা গাওস্কর বলেছিলেন তাঁর ঊনত্রিশ নম্বর সেঞ্চুরি পাওয়ার পর টেলিভিশন ইন্টারভিউয়ে, ''এখন আমার অফ স্টাম্পটা কোথায় বুঝতে মাঝে মাঝে সমস্যা হয়।'')

বলেছিলেন, ''আগে সেশন ভাগ করে করে ইনিংস তৈরি করতাম। লাঞ্চ পর্যন্ত একটা সেশন। লাঞ্চ থেকে টি-টাইম আর একটা সেশন। টি-এর পর আর একটা। এখন ১০ ওভার, ১০ ওভার, টার্গেট রেখে খেলি। প্রথম ১০ ওভার হয়ে যাওয়ার পর পরের ১০ ওভারের জন্য মনঃসংযোগ করি।''

এটা বলেছেন ১৯৮৩-তে। তার পরও তিনি আরও পাঁচটি শত রান ও একটি দ্বিশতরান পাবেন। ১২১ ও ২৩৬ নট আউট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ১৬৬ নট আউট, ১৭২ ও ১০৩ (অস্ট্রেলিয়া), ১৭৬ (শ্রীলঙ্কা)। এ ছাড়াও জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে ৯৬, যা কোনও দ্বিশতরানের চেয়েও কঠিন কাজ। বলা দরকার, এর মধ্যে ১২১ রানের ইনিংসটি দশ ওভারেরটার্গেট রেখে তৈরি করা নয়। এখানে শতরান এসেছিল ৯৪ বলে। এই দশ ওভারের পর দশ ওভার টার্গেট রেখে ইনিংস তৈরি করার বিষয়টি আমি কী ভাবে গ্রহণ করেছি? আগে আমার প্রতি বছর একটি করে পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ বেরোত। তাতে অভ্যস্ত ছিলাম তিরিশ বছরেরও বেশি। আমার বয়স যখন সত্তরের কাছে এসে পৌঁছোল, তখন গত দু'বছর ধরে আমি প্রকাশ করে চললাম ছোট ছোট কবিতাপুস্তিকা। বিভিন্ন লিটল ম্যাগের সম্পাদকরাই এ সব প্রকাশ করতে লাগলেন। এগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা কখনও আট, কখনও কুড়ি, কখনও চব্বিশ, বত্রিশ কখনও বা। অর্থাতবয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরের বাঁধনে নিয়ন্ত্রিত রাখার চেষ্টায় পুস্তিকার আশ্রয় নেওয়া। এই শিক্ষাও গাওস্করের কাছথেকেই পেয়েছিলাম।

গাওস্কর নিজে লিখতেও পারেন। তাঁর সব বই আছে আমার কাছে। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত ''আইডল'' নামক বইটি অবশ্য তিনি নিজে লেখেননি। তাঁর বলা কথা লিখেছেন অন্য সাংবাদিক। সে-বইয়ে গাওস্কর, অন্যান্য ক্রিকেটারের গুণবাচকদিকগুলি তুলে ধরেছেন সপ্রশংস ভাবে। যাঁরা টেস্ট খেলেননি, তাঁদের কথাও বলেছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। যেমন পি শিভালকার। তারও সাত বছর আগে, ১৯৭৬ সালে বিশ্বনাথের একটিইনিংসের প্রতি তাঁর প্রাণভরা মুগ্ধতা জানিয়েছিলেন গাওস্কর। নন-স্ট্রাইকার হিসেবে সেখানে তিনি দেখেছেন কী ভাবে জন স্নো ও ডেরেক আন্ডারউডকে ইংল্যান্ডের কুয়াশাভরা আবহাওয়ায় খেলেছেন বিশ্বনাথ। তার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পাওয়া যায় গাওস্করের লেখায়। বিশ্বনাথ ৫৮ করেছিলেন। সে ম্যাচে নিজের স্কোর এক বারও বলেননি গাওস্কর। তিনি করেন ১০১।

কবিতা বিষয়ে আলোচনা লেখার আহ্বান একটি চিঠির মাধ্যমে ১৯৯৩ সালে আমাকে জানালেন ''দেশ''-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ লিখলেন একটি ''তারিফি আলোচনা'' তিনি আশা করছেন আমার কাছে, আমার পঠিত কোনও কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে। আমার মনে পড়ল ''আইডল'' বইটির কথা। সেই ১৯৯৩ থেকে ''দেশ'' পত্রিকায় আরম্ভ করলাম বাংলা কবিতার স্রষ্টাদের নিয়ে তাঁদের বিষয়ে গুণবাচক আলোচনা। না, সমালোচক আমি হতে চাইনি। চেয়েছি বাঙালি কবিদের লেখার আশ্চর্য কাব্যগুণ সাধারণ ভাষায় সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরতে। ১৯৯৩ থেকে ২০২৩, এই ৩০ বছর আমি সে কাজ করেছি, প্রথমে ''দেশ''-এ, পরে অন্য কাগজে, শেষে ওয়েব ম্যাগাজিনে। গাওস্করের ''আইডল'' বইয়ের পিছনে যে গুণপনা স্বীকারের মানসিকতা, সেইটিই আমাকে পথ দেখিয়েছে। আমার চেয়ে ৩০-৪০ বছর পরে যাঁরা লিখতে এসেছেন, তাঁদের কবিতা নিয়েও আমি সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছি। ঘটনাচক্রে, আমি ২০-২৫ বছর আগে জন্মে গেছি বলে, পরে জন্মানো কবি-লেখকদের শ্রদ্ধা করতে পারব না, শুধু পিঠ চাপড়ে দিলেই চলবে, এই বিশ্বাসে কখনও ভর রাখিনি। আমার দুই দশক পরের কবি যশোধরা রায়চৌধুরীকে নিয়ে আমি স্বতন্ত্র বই লিখেছি ''কবিতা: যশোধরা'' নামে। এ বিষয়েও আমি উদ্দীপনা পেয়েছি ক্রিকেট থেকেই। গাওস্কর নন, এ ক্ষেত্রে আমার শিক্ষাগুরু ট্রেভর বেইলি। ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার বেইলি টেস্টে ১০০০-এর বেশি রান এবং ১০০-র বেশি উইকেটের মালিক। বেইলি যে-সিরিজে অবসর নিতে বাধ্য হন, সেই সিরিজে টেস্ট অভিষেক ঘটে এক তরুণের। তার নাম গারফিল্ড সোবার্স। তিনি পরে ''স্যর'' উপাধি পান। বেইলি পাননি। কিন্তু তিনি একটি বই লিখেছেন, যার নাম ''স্যর গ্যারি'' সোবার্সের ক্রীড়াসৌকর্যের প্রশংসায় ভরা। বইটির ভূমিকা লেখেন রিচি বেনো। কবিতা ও কবিতা আলোচনা বিষয়ে যে-মন তৈরি করা দরকার, তার অনেকটাই আমি ক্রিকেট থেকে শিখতে চেষ্টা করেছি। আমার যখন ২৫ বছর বয়স, তখন গাওস্কর এক বার বলেছিলেন, ''লোকে মনে রাখে না, ওপেনার যখন ক্রিজে যায় তখন স্কোর বোর্ডে দলের রান থাকে শূন্য। শূন্য থেকে আরম্ভ করতে হয় তাকে।'' সেই কথা থেকে আমি শিখেছিলাম, একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ লেখা শুরু করতে হয় শূন্য থেকেই। সেই শিক্ষা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি আজীবন, ঠিকই, তবু আজ বুঝি সেই চেষ্টা সার্থক হতে পারেনি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার সিপিআইএম সদর কার্যালয়ে ফ্রেডরিক এঙ্গেলেস'র জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

ক্লাবঘর ভাঙার নির্দেশে স্থগিতাদেশ ডিভিশন বেঞ্চের

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : গত ২৩ নভেম্বর খড়দহের একটি ক্লাবঘর ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্লাবটি বেআইনি জমির উপর নির্মিত বলে মামলা হয়েছিল হাই কোর্টে। ওই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। পাল্টা ক্লাবের সদস্যরা জানিয়েছিলেন, দানের জমির উপর ওই ক্লাবঘরটি তৈরি করা হয়েছে। যদিও বিচারপতি সেই দানের প্রমাণপত্র দেখতে চাইলে তা দেখাতে পারেননি ক্লাবের সদস্যরা। এর পরেই ওই ক্লাবঘর ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। এ ব্যাপারে রহড়া থানাকে উদ্যোগী হতে বলেছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন জানিয়ে দেয়, আপাতত ওই ক্লাবঘর ভাঙা যাবে না। ওই স্থান আগে পরিদর্শন করবে পুরসভা। তার পর সিদ্ধান্ত হবে নির্মাণটি বেআইনি কি না, সে বিষয়ে।

৬টি দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে প্রমাণপ্রত্রাদি গ্রহণ রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৬টি দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে প্রমাণপ্রত্রাদি গ্রহণ করেছেন। তিনি মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি অনুষ্ঠানে এই প্রমাণপ্রত্রাদি গ্রহণ করেন। আয়ারল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং মালি সহ ছটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে এই প্রমাণপ্রত্রাদি গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু।

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যারা তাদের প্রমাণপ্রত্রাদি পেশ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত কেভিন কেলি, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার রাষ্ট্রদূত হারিস হর্লে এবং আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত ভাহাগন আফিয়ান। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার মুজাফফর শাহ বিন মুস্তাফা, মালি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেলিক্স ডায়ালো এবং মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার কার্টার বিংও রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের প্রমাণপ্রত্রাদি পেশ করেছেন।

মধ্যপ্রদেশে দলিত বৃদ্ধার জমি দখলের অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা

রাজগড়, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের রাজগড়ে দলিত বৃদ্ধার জমি দখলের অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বোদা থানা এলাকার তাজপুরা গ্রামের বাসিন্দা ৬৫ বছর বয়সী এক দলিত মহিলা গ্রামের চারজনের বিরুদ্ধে জোরজুলুম করে জমি দখলের অভিযোগ করেছেন। মঙ্গলবার পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এসসিএসটি আইন—সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, তাজপুরা গ্রামের বাসিন্দা ৬৫ বছর বয়সী নারায়ণিবাই জানান, গ্রামের বাসিন্দা কালুরাম, মোহন, ঘিসলাল ডাঙ্গি ও তার ভাই জগদীশ, জোর খাটিয়ে

বুধবার গেরুয়া সুনামী দেখা দেবে কলকাতায়, মন্তব্য সুকান্তর

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর, (হি.স.): "আগামীকাল গেরুয়া সুনামী দেখা দেবে কলকাতায়। গোটা শহর স্তব্ধ হয়ে যাবে।" মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার

তিনি বলেন, কাল গোটা শহর গেরুয়া পতাকা উড়বে। সভায় থাকার জন্য ইতিমধ্যে জেলা থেকে সমর্থকরা আসতে শুরু করেছে। রাতে অনেকে আসবে। জেলা নেতারা সমানে ফোন করছেন। বলছেন, এত লোক আসতে চাইছে, আমরা ব্যবস্থা করতে পারছি না।

জেলা থেকে আসার সময় পুলিশি বাধা পেলে কী করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে সুকান্তবাবু বলেন, দেখুন, নবান্ন অভিযানের সময় আমরা পুলিশি বাধা পেয়েছিলাম। আমাদের বলা হয়েছিল, পুলিশি অনুমতি না থাকায় বাধা দেওয়া হয়েছিল।

এবার তো মহামান্য আদালতের রায়! বাধা দিলে সেটা আদালত অবমাননা হবে। আমরা আদালতে যাব!

সুকান্তবাবু বলেন, বিজেপি সমর্থকরা সভায় আসার পথে 'তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডা, বদমাসরা হঠাৎ করে অ্যাডভেঞ্চার করতে এলে আমাদের দলীয় কর্মীরা উপযুক্ত জবাব দেবে! কর্মীরা যে মুডে আছে, যাই হোক, মাঝখানে হিমালয় পর্বতও যদি চলে আসে, ওরা আসবেই।

ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে সুকান্তবাবু তাঁর দুপাশে বসা দলের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ, একটু দূরে দাঁড়আনো বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই এঁদের নাম করে বলেন, এঁরা কাজ ভাগ করে সব দেখছেন। আমি সার্বিকভাবে দেখলাম। এটা একটা দলগত উদ্যোগ। এর ফল আপনারা কাল দেখবেন।

হিন্দু উৎসব ও ছুটি বাতিল করে বিতর্কে নীতীশ কুমার, তোপ সুশীল ও গিরিরাজের

পাটনা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): হিন্দু উৎসব ও ছুটি বাতিল করে নিজেকে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ সুশীল মোদী। নীতীশকে আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিংও। সুশীল মোদী মঙ্গলবার বলেছেন, 'হিন্দু উৎসব ও ছুটি বাতিল করা হিন্দু-বিরোধী মানসিকতার লক্ষণ। আমরা এটা বরদাস্ত করব না। বিহারের মানুষ চুপ থাকবে না।' সুশীল মোদী আরও বলেছেন, 'নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন বিহার সরকার হিন্দু বিরোধী মানসিকতা দেখিয়েছে এবং হিন্দুদের অনুভূতিতে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হিন্দু উৎসবের ছুটি বেছে বেছে কমানো হয়েছে, অথচ মুসলিম উৎসবের ছুটি বাড়ানো হয়েছে।'

নীতীশ কুমারকে আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং বলেছেন, 'এই নিয়ে তৃতীয়বার "তুঘলকি" নির্দেশ জারি করেছে নীতীশ সরকার। এই সিদ্ধান্ত যদি তিনি ফিরিয়ে না নেন, তাহলে আগামী নির্বাচনে পরিণতি ভোগ করতে হবে নীতীশ কুমারকে। ভবিষ্যতে তাঁরা মহম্মদ লালু যাদব, মহম্মদ নীতীশ কুমার নামে পরিচিত হবেন।' এদিকে, বিজেপির অভিযোগ খন্ডন করে জেডি (ইউ) নেতা নীরজ কুমার বলেছেন, 'শবে বরাতের ছুটি কমানো হয়েছে এবং তা নিয়ে কোনও আলোচনা নেই...মহা শিবরাত্রি, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, বসন্ত পঞ্চমী, হোলি এবং দশেরার ছুটি বহাল রাখা হয়েছে। কেন নির্দিষ্ট ছুটি বাড়ানো হয়েছে তার ব্যাখ্যা শিক্ষা দফতরই দিতে পারে... রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পরিবর্তে, বিজেপির উচিত শিক্ষা মন্ত্রকের স্পষ্টীকরণের পরে মতামত দেওয়া।'

দিল্লিতে মোদীকে হারাতে হলে, আগে তেলঙ্গানায় কেসিআর-কে পরাজিত করতে হবে : রাহুল গান্ধী

হায়দরাবাদ, ২৮ নভেম্বর (হি. স.) : দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে হারাতে হলে, আগে তেলঙ্গানায় কেসিআর-কে পরাজিত করতে হবে। তেলেঙ্গানার জনগণের কাছে আহ্বান জানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার হায়দরাবাদের নামপল্লীতে এক নির্বাচনী জনসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'তাঁরা (বিআরএস) মহারাষ্ট্র, অসম, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গোয়াতে কংগ্রেসের ক্ষতি এবং বিজেপিকে সমর্থন করার জন্য কাজ করে। আমরা যদি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে পরাজিত করতে চাই, তাহলে আগে তেলেঙ্গানায় কেসিআর-কে পরাজিত করতে হবে।'

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'তাঁরা একক দল...এখানে বিআরএস, বিজেপি এবং এআইএমআইএম একসঙ্গে একটি দল হিসেবে কাজ করে। মুখ্যমন্ত্রীর (কেসিআর) বিরুদ্ধে কোনও মামলা নেই...তিনি সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার পরিচালনা করেন। অথচ ইডি, সিবিআই, আয়কর বিভাগ তাঁর পিছনে নেই।' রাহুল জোর দিয়ে বলেছেন, 'ভারত "মোহাব্বতের" দেশ এবং আমি "নফরত" নির্মূল করতে চাই। এ জন্য প্রথমে আমাদের দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে পরাজিত করতে হবে। আর আমরা যদি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে হারাতে চাই, তাহলে প্রথমে তেলেঙ্গানায় কেসিআর-কে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে হবে।'

চালসায় লক্ষাধিক টাকার চোরাই শাল কাঠ বাজেয়াপ্ত, ধৃত ১

চালসা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : লক্ষাধিক টাকার চোরাই শাল কাঠ বাজেয়াপ্ত করল জলপাইগুড়ি বনবিভাগের চালসা রেঞ্জের বনকর্মীরা। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি ছোটগাড়ি সমেত প্রায় দেড় লক্ষ টাকার চোরাই শাল কাঠ বাজেয়াপ্ত করে।

জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে চালসা রেঞ্জের বনকর্মীদের কাছে খবর আসে একটি ছোট গাড়িতে করে শাল কাঠ পাচার করার পরিকল্পনা হয়েছে। সেই মতো সোমবার রাতে নাগরাকাটার পানঝোরা এলাকায় বনকর্মীদের একটি দল ওঁতপেতে বসেছিল। সেই সময় বনকর্মীরা দেখতে পায় একটি ছোটগাড়ি দ্রুতগতিতে নাগরাকাটা থেকে চালসার দিকে আসছিল। এরপরই সন্দেহজনক ওই গাড়িটির পিছু ধাওয়া করে বনকর্মীরা। তবে বনর্কামীদের ধাওয়া বুঝে কাঠ মাফিয়ারা গাড়িটিকে পানঝোরা এলাকায় দাড় করিয়ে পালিয়ে যায়। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির পিছনে ধানের বস্তার আড়ালে চোরাই শাল কাঠ উদ্ধার হয়। রাতেই কাঠ সহ ছোটগাড়িটি নিয়ে যাওয়া হয় চালসা রেঞ্জ অফিসে। ধৃতকে রাতে মেটেলি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। চালসার রেঞ্জার প্রকাশ থাপা বলেন, মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই ধরনের অভিযান চলতেই থাকবে।

বৃহস্পতিবার সুপার সিক্সে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডার্বি ম্যাচ, জানিয়ে দিল আইএফএ

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): ইতিমধ্যেই কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে মহামেডান। কিন্তু ডার্বি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়নি। আইএফএ চিঠি দিয়ে দুই প্রধানকে জানিয়ে দিয়েছে সামনের বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে বহু প্রতীক্ষিত এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলছেন, "আমরা দুই ক্লাবকেই চিঠি পাঠিয়েছি। আমাদের পক্ষে ডার্বি আর পিছনো সম্ভব নয়।" কিন্তু ক্লাবগুলি থেকে এর উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি।

চালসায় দেখা মিলল চিতাবাঘের, আতঙ্ক এলাকায়

চালসা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের আপার চালসা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দেখা মিলল চিতাবাঘের।। মঙ্গলবার সকালে খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্থানীয় নরবাহাদুর প্রধান বাড়ির পাশে কাজ করার সময় ঝোপের মধ্যে একটি চিতাবাঘ দেখতে পান। চিতাবাঘটি ওই ব্যক্তির উপর আক্রমণের চেষ্টাও করে। কিন্তু সাহস করে তিনি হাতে থাকা খুকরি দিয়ে চিৎকার করলে চিতাবাঘটি ফের ঝোপের মধ্যে পালিয়ে যায় বলে জানান তিনি। খবর চাউর হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় চালসা রেঞ্জ ও খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীদের। এরপর খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকায় চিতাবাঘের খোঁজে তল্লাশি চালালেও তার কোনও হদিস পায়নি।

বুধবার কালা দিবস পালনের ডাক তৃণমূলের

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : বুধবার কালা দিবস পালন করবে তৃণমূল। বিধানসভায় তৃণমূলের বিধায়কদের কালো পোশাক পরে আসার নির্দেশ দিল পরিষদীয় দল। মঙ্গলবারও ধরনা, পালটা ধরনায় পারদ চড়ে বিধানসভায়। একদিকে কেন্দ্রের বঞ্চনা বিরুদ্ধে ধরনা দেয় তৃণমূল। রাজ্যের দুর্নীতি নিয়ে পালটা ধর্নায় বসে বিজেপি।

বুধবার কলকাতায় সভা করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির দাবি, ১০০ দিনের কাজ-সহ নানান প্রকল্পে দেদার দুর্নীতি হয়েছে বাংলায়। রাজ্যের তরফে খরচের হিসেব দেওয়া হচ্ছে না। তাই কেন্দ্রের তরফে টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই 'তত্ব' প্রমাণ করতে ধর্মতলায় সভা করছে বিজেপি। সেখানে থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সভার দিনই পালটা 'কালা দিবস' পালন করবে তৃণমূল।

রাজ্যের শাসকদলের তরফে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি। মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে রাজ্যের বিরুদ্ধে। আবার তারাই মিথ্যে অভিযোগ এনে সভা করছে। এরই প্রতিবাদে 'কালা দিবস' পালনের ডাক দিল তৃণমূল।

ভারতে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত ২২ জন, সুস্থতার হার ঊর্ধমুখীই

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২২ জন কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় অর্থাৎ সোমবার সারাদিনে ২২ জন রোগী নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। দেশে এই মুহূর্তে মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২৫৭। মৃতের সংখ্যা ৫,৩৩,২৯৮ হয়েছে।এদিন সকাল ৮ টায় আপডেট করা তথ্য এই সংখ্যাই জানাচ্ছে। দেশে কোভিড রোগীর সংখ্যা ৪.৫০ কোটি (৪,৫০,০১,

২ ডিসেম্বর জয় হিন্দ প্রকল্প থেকে বন্ধ থাকবে জল সরবরাহ, স্বাভাবিক হবে ঠিক পরের দিন

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী ২ ডিসেম্বর ধাপা জয় হিন্দ প্রকল্প থেকে পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে। জানা গিয়েছে, কিছু ভালভের সংস্কার এবং রুটিন মেরামতির জন্যই এই সিদ্ধান্ত। ওই দিন সকাল ১০টা পর্য্যন্ত মিলবে পানীয় জল পরিষেবা। তারপর থেকে তা বন্ধ থাকবে, জানিয়েছে কলকাতা পৌর নিগম। এরপর আগামী দিন অর্থাৎ ৩ ডিসেম্বর সকাল থেকে ফের স্বাভাবিক নিয়মে মিলবে পানীয় জল। এর জেরে শহরের ১৮টি ওয়ার্ড পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

যার মধ্যে রয়েছে- পিকনিক গার্ডেন, আনন্দপুর, মুকুন্দপুর, পাটুলি, গড়িয়া, হাটগাছিয়া, মেট্রোপলিটন, তপসিয়া, চায়না টাউন, আরংপোতা, দুর্গাপুর, বাঘাযতীন, নিউ গড়িয়া, বৈষ্ণবঘাটা, রামলাল বাজার, কসবা, সন্তোষপুর, হালতু, অজয়নগর, পঞ্চান্নগ্রাম, সার্ভে পার্ক। এছাড়া বরো ৭, ১০, ১১ ও ১২-এর আংশিক অঞ্চলের জল পরিষেবাও বিঘ্নিত হবে। যার ফলে পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ২ ডিসেম্বর বন্ধ থাকবে পানীয় জল সরবরাহ। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় কলকাতা পুরসভার জলের গাড়ি ওই সমস্ত অঞ্চলে থাকবে। বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত অঞ্চলে জলের গাড়িগুলি রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রয়োজনীয় খাবারের জল চাইলে সেখান থেকেই তা নিতে পারবেন নাগরিকরা।

মধ্যপ্রদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ অব্যাহত, ভোপাল-গোয়ালিয়রে রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে

ভোপাল, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে ডেঙ্গুর তাণ্ডব থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত বাড়ছে নতুন রোগীর সংখ্যা। এই ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদফতরের রাতের ঘুম উড়িয়ে দিচ্ছে। রাজধানী ভোপালে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৮১০—এ পৌঁছেছে। গোয়ালিয়রে নতুন রোগীর সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে।

ঠাণ্ডার কারণে রাজধানী ভোপালের হাসপাতালগুলোতে আসছে জ্বর ও ডেঙ্গুর রোগী। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ডেঙ্গু থেকে মুক্তি মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৈরাগড় ও বাগ সেভানিয়া এলাকায় সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গেছে। গোয়ালিয়রেও ডেঙ্গুর প্রকোপ তাণ্ডব চালাচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৯ জন নতুন ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গেছে। একই সময়ে, জেলা হাসপাতালে ৬৫ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল যাতে ১০ জন শিশু সহ ২৯ জন রোগী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে গোয়ালিয়র জেলার ১৫ জন এবং অন্যান্য জেলার ১৪ জন রোগী রয়েছে। নতুন করে জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১১০০ জনে দাঁড়িয়েছে।

শিশু যত্নকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সাশ্রয়ী করে তুলবে সরকার : স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি মঙ্গলবার দিব্যাং শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি প্রোটোকলের ওপর ন্যাশনাল আউটরিচ কর্মসূচির সূচনা করেছেন। প্রোটোকল দিব্যাঙ্গজন অন্তর্ভুক্তিমূলক পুষ্টি যত্নের জন্য এটি একটি সামাজিক মডেল। এতে প্রাথমিক অক্ষমতার লক্ষণগুলির জন্য স্ক্রিনিং, আশা এবং এএনএম টিমের মাধ্যমে রেফারেল সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রোটোকলের লক্ষ্য হল প্রাথমিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শিশুদের সুস্থতার সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত করা, শিশু এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তা এবং পরিষেবা ও দিব্যাং শিশুদের অংশগ্রহণের উন্নতির জন্য পরিবার ও সম্প্রদায়কে শিক্ষিত ও সহায়তা করা। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বলেছেন, প্রথমবারের মতো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যে কোনও ধরনের প্রতিবন্ধকতা শনাক্ত করার জন্য শিশুদের স্ক্রিনিংয়ে সাহায্য করবেন। তিনি জানান, এই কর্মসূচির মাধ্যমে বছরে অন্তত এক লক্ষ শিশু উপকৃত হবে। তিনি বলেন, সরকার শিশু যত্নকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সাশ্রয়ী করে তুলবে।

পাশ করানোর দাবিতে স্কুলের শিক্ষকদের আটকে রেখে বিক্ষোভ ছাত্রদের

বাসন্তী, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : একাদশ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় স্কুলের অর্ধেকের বেশি পড়ুয়া ফেল করে। ফলে তাদেরকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করানো হয়নি স্কুলের তরফ থেকে। শিক্ষকরা জানিয়ে দেন কোনভাবেই তাঁদেরকে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। সেই মোতাবেক উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় তাদেরকে বসতে দেওয়া হয়নি। আর এতেই আন্দোলন শুরু করেছে প্রায় শতাধিক পড়ুয়া। বাসন্তীর রামচন্দ্রখালি নরেন্দ্র শিক্ষা নিকেতনের ঘটনা।

টেস্ট পরীক্ষায় বসার দাবিতে মঙ্গলবার স্কুলের শিক্ষকদের প্রায় আড়াই ঘণ্টা স্কুলের মধ্যে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাল তারা। পরে অবশ্য প্রধান শিক্ষক ও বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের অভিভাবকদের আলোচনায় সমস্যার সমাধান হয়।

যারা ফেল করেছে সকললেই পুনরায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিহয়ে আরও ভালোভাবে পড়াশুনা করবে বলে আশ্বাসও দিয়েছে। প্রধান শিক্ষক আনন্দ বক্সী বলেন, " আমরা চাই আমাদের পড়ুয়ারা সকলে ভালো করে শিখে, জেনে এগিয়ে যাক। যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে সকলকেই পুনরায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির কথা বলেছি। ওরা রাজি হয়েছে।" আন্দোলনরত পড়ুয়া নজরুল শেখ, অসীম সর্দাররা বলে, " স্যাররা আমাদের ভালোর জন্যই এটা করেছেন সেটা আমরা বুঝেছি। আমরা আরও ভালোভাবে পড়াশুনা করবো এবং পরীক্ষায় পাশ করবো।"

তেলেঙ্গানায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারাভিযান শেষ, অন্তিম দিনেও চলল জোরদার প্রচার

হায়দরাবাদ, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : তেলেঙ্গানার ১১৯টি বিধানসভা আসনে ভোট নেওয়া হবে বৃহস্পতিবার, ৩০ নভেম্বর। তেলেঙ্গানার ১৩টি আসনে প্রচার পর্ব শেষ হয়েছে বিকেল ৪-টেয়। বাকি ১০৬-টিতে শেষ হয়েছে বিকেল পাঁচটায়। শেষ দিনে বিজেপি, কংগ্রেসে, ভারত রাষ্ট্র সমিতি- সব দলের প্রার্থীরাই মিটিং-মিছিল-জনসভার মাধ্যমে ভোটারদের মন জয় করার সব রকমের চেষ্টা চালিয়েছেন।

সব কটি দলের বরিষ্ঠ নেতারাই, শেষ মুহূর্তে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জোরদার প্রচার চালিয়েছেন।

তেলেঙ্গানায় এদিন জনসম্পর্কে জোর দেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সকালে হায়দরাবাদের জুবলি হিলসে সাফাই কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন রাহুল গান্ধী। কথা বলেন গিগ কর্মীদের সঙ্গেও, পরে তিনি অটোও চড়েন। তেলেঙ্গানায় এদিন জনসভা করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরাও।

ভারত রাষ্ট্র সমিতিও জোরদার প্রচার চালিয়েছে।

মঙ্গলবার সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতের সন্ধ্যায় ডিম দিয়েই বানিয়ে ফেলুন এগ ফিঙ্গার

চপ, কাটলেট, পকোড়া, কবিরাজি শীতের সন্ধ্যায় এমন সব মুখরোচক খাবারের জন্য উতলা হয়ে ওঠে মন। অনেকেই অফিস ফেরত পছন্দের দোকান থেকে কিনে আনেন। আবার অর্ডার করে দিলে কয়েক মিনিটে খাবার সামনে এসে হাজির। কিন্তু হঠাৎ অতিথি চলে এলে পড়তে হয় বেকায়দায়। অতিথিকে রেস্তরাঁর খাবার খাওয়াতে পছন্দ করেন না অনেকেই।

সে ক্ষেত্রে বাড়িতেই চটজলদি কিছু বানিয়ে নিতে পারেন। ফ্রিজে মাছ, মাংস না থাকলেও চলবে। ডিম দিয়েই বানিয়ে নিতে পারেন এগ ফিঙ্গার।

উপকরণ:
ডিম ৭টি
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
পাউরুটির গুঁড়ো: ১ কাপ
গোলমরিচ গুঁড়ো: ২ চা চামচ
ময়দা: ২ টেবিল চামচ
কর্নফ্লাওয়ার: ২ টেবিল চামচ
চিলি ফ্লেক্স: ১ চামচ
নুন: স্বাদমতো
সাদা তেল: পরিমাণ মতো

প্রণালী:
প্রথমে একটি বাটিতে ডিম ফাটিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, নুন এবং গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন।
তার পর একটি গোল টিফিন কৌটোতে ভাল করে তেল মাখিয়ে তাতে ডিমের এই মিশ্রণটি ঢেলে দিন।
এ বার কড়াইয়ে জল দিয়ে তার মধ্যে বাক্সটি বসিয়ে ঢাকা দিয়ে আঁচ কমিয়ে রেখে দিন।
২৫ মিনিট পর গ্যাস বন্ধ করে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে বাক্সের ঢাকনা খুলে দেখে নিন জমাট বেঁধেছে কি না। যদি জমাট বাঁধে তা হলে লম্বা করে কেটে নিন।
এ বার অন্য একটি পাত্রে পাউরুটির গুঁড়ো, নুন, গোলমরিচ মিশিয়ে নিন। আরও একটি পাত্রে দু'টি ডিম ফেটিয়ে রাখুন।
এ বার ফিঙ্গারগুলি প্রথমে ডিমের গোলায় ডুবিয়ে তার পর পাউরুটির গুঁড়ো মাখিয়ে ডোবা তেলে ভেজে নিন। কাসুন্দি ও স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশন করলে দারুণ লাগবে খেতে।

দুপুরের ভূরিভোজে ভেটকি দিয়েই হোক স্বাদবদল

মাছ পেলেই অনেক বাঙালির আর কিছু চাই না। মাছ দিয়েই পুরো ভাত খাওয়া হয়ে যায়। বাড়িতে যদি ভেটকি মাছ থাকে, তা হলে ঝাল কিংবা ফ্রাই না বানিয়ে মাছের ঝুরো বানিয়ে দেখতে পারেন। সব সময় মাছের ঝোল কিংবা সর্ষে দিয়ে মাছ খেতে ভাল লাগে না, স্বাদবদল করতে বানিয়ে ফেলতে পারেন এই পদ। দুপুরে গরম গরম ভাতের সঙ্গে ভেটকি মাছের ঝুরো হলে দুপুরের ভূরিভোজে আর কিছুই লাগবে না। রইল রেসিপি।

উপকরণ:
ভেটকি মাছ: ৫০০ গ্রাম
পেঁয়াজ কুচি: ২টি
রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ
আদা বাটা: ১ চা চামচ
টোম্যাটো কুচি: ১ কাপ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
কাঁচালঙ্কা কুচি: ২ টেবিল চামচ
ধনে পাতা কুচি: ৪-৫ টেবিল চামচ
ধনে গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
জিরে গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
গরম মশলা গুঁড়ো: ১ চা চামচ
গোলমরিচ গুঁড়ো: ১ চা চামচ
নুন ও চিনি: স্বাদ মতো
সর্ষের তেল: আধ কাপ

প্রণালী:
ভেটকি মাছের ফিলে ছোট ছোট কুচি করে কেটে নিয়ে নুন, হলুদ আর সর্ষে মাখিয়ে হালকা ভেজে তুলে রাখুন। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে একে রসুন বাটা, আদা বাটা, পেঁয়াজ কুচি, টোম্যাটো কুচি আর কাঁচালঙ্কা কুচি দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। তার পর একে একে হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে মাছের টুকরোগুলি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। খুন্তি দিয়ে মাছের টুকরোগুলো ভেঙে মশলার সঙ্গে কষিয়ে নিন। মিনিট পাঁচেক পরে গরম মশলা গুঁড়ো আর ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন।

শীতের আমেজ পড়তেই ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছে?

ছুটির দিন হলে আলাদা ব্যাপার। কিন্তু অফিস থাকলে সকালে উঠে হেঁশেলে গিয়ে অনেকেই বুঝতে পারেন না কী রাঁধবেন। তা ছাড়া বাড়ির সকলের পছন্দও এক রকম নয়। খাবার হতে হবে স্বাস্থ্যকর। স্বাদের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। শীতের সকালে এত কিছু মাথায় রেখে খাবার বানানো সহজ নয়। তবে বানাতে বেশি সময় লাগবে না, আবার খেতেও বেশ সুস্বাদু এমন কিছু খাবার কিন্তু রয়েছে। চটজলদি হেঁশেলের কাজ সেরে ফেলতে চাইলে সেগুলি বানাতে পারেন।

ওটের খিচুড়ি
দই কিংবা দুধ দিয়ে সব সময় ওট না খেয়ে মাঝেমাঝে খিচুড়িও বানিয়ে নিতে পারেন। তাড়াতাড়ি হয়েও যাবে। আবার শরীরও ভাল থাকবে। প্রেশারে গাজর, বিন্স, ক্যাপসিকাম, ব্রকোলি টুকরো করে কেটে ভেজে নিন। সব্জিগুলি লালচে হয়ে এলে নুন, হলুদ আর ওট দিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে নিয়ে জল দিয়ে দিন। দুটো সিটি দিলেই তৈরি ওটের খিচুড়ি।
চিলা আটার সঙ্গে গাজর, বিনস টম্যাটো, ক্যাপসিকাম কুচিয়ে, অল্প জল দিয়ে আঠালো একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। চাইলে তাতে একটা ডিমও ভেঙে দিতে পারেন। এ বার কড়াইয়ে অল্প তেল ঢেলে হাতা দিয়ে অল্প অল্প করে মিশ্রণটি ছড়িয়ে দিয়ে প্যানকেকের মতো গড়ে নিন। স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন দুই-ই একসঙ্গে নিতে পারবেন।
উপমা যত্ন নিয়ে বানালে উপমার স্বাদও অমৃতের মতো লাগবে। শুকনো কড়াইতে প্রথমে পরিমাণ মতো সুজি ভেজে তুলে রাখুন। তার পর কড়াইতে তেল অথবা ঘি ঢেলে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, গাজর, বিন্স, ক্যাপসিকাম ভেজে নিন। সব্জি হালকা ভাজা ভাজা হয়ে এলে নুন আর সামান্য চিনি দিয়ে অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিন। কিছু ক্ষণ পর সুজি দিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন।

মরসুম বদলের সঙ্গে কাশি, গলা খুসখুস শুরু হয়েছে?

ছুটির দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সরগম রেওয়াজ করতে হত। শীতের সকালে গলা দিয়ে সুরেলা আওয়াজ বার করা মানে এক যুদ্ধ। সেই সময় থেকেই মুখে যষ্টিমধু দেওয়ার অভ্যাস। এখনও কাশির দাপটে রাতে ঘুমোতে না পারলে ছোটবেলার সেই অভ্যাস ঝালিয়ে নেওয়া হয়। করোনার সময়ে এই যষ্টিমধুর ব্যবহার শুরু হয়েছিল ব্যাপক ভাবে।

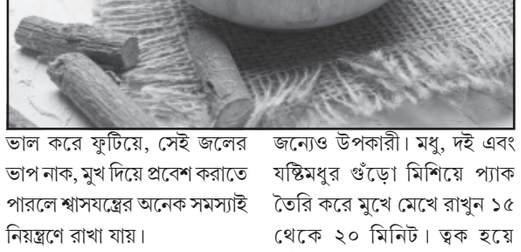

শ্বাসনালি পরিষ্কার রাখতে, হালকা সর্দি-কাশিতে যষ্টিমধু অত্যন্ত উপকারী। এই শিকড়ের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-মাইমাইক্রোবায়াল গুণ প্রহাদ নাশ করতে, ভাইরাসজনিত সংক্রমণ সমস্যা দূরে রাখে। তবে শুধু সর্দি-কাশি নয়, আরও অনেক উপকারে লাগে এই যষ্টিমধু। তবে অন্তঃসত্ত্বাদের যষ্টিমধু খাওয়ার আগে চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
১) ফুসফুসের সমস্যায়
বুকে জমা কফ সরাতে অত্যন্ত কার্যকর এই যষ্টিমধু। শুধু যষ্টিমধু খাওয়াই নয়। জলে, যষ্টিমধু দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে, সেই জলের ভাপ নাক, মুখ দিয়ে প্রবেশ করাতে পারলে শ্বাসযন্ত্রের অনেক সমস্যাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
২) হজমের সমস্যায়
পেটরোগা বাঙালি সারা বছরই হজমের সমস্যায় ভোগে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই অ্যান্টাসিডের শিশির দিকে হাত না বাড়িয়ে খেতে পারেন যষ্টিমধু দিয়ে তৈরি চা। গ্যাস, অম্বল, পেটফাঁপা কিংবা বুকজ্বালার মতো কষ্ট নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এই বিশেষ পানীয়টি।
৩) ত্বকের যত্নে
যষ্টিমধুর অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ত্বকের জন্যেও উপকারী। মধু, দই এবং যষ্টিমধুর গুঁড়ো মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখে মেখে রাখুন ১৫ থেকে ২০ মিনিট। ত্বক হয়ে উঠবে উজ্জ্বল।
কী ভাবে তৈরি করবেন যষ্টিমধুর চা?
১) প্রথমে পাত্রে জল ফুটতে দিন।
২) এ বার আঁচ একেবারে আস্তে করে বেশ কিছুটা যষ্টিমধু দিয়ে ফুটতে দিন।
৩) ফুটতে ফুটতে জলের রং হালকা সোনালি হয়ে উঠলে গ্যাস বন্ধ করে দিন।
৪) ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে গরম গরম পরিবেশন করুন যষ্টিমধুর চা।

সোজা থাকুক মেরুদণ্ড

ছোট থেকে দুই পা পিছনে মেলে ইংরেজি বর্ণ "ডব্লিউ"-এর মতো করে বসে কোকো। ফলে হাঁটু ও নিতম্বে ক্রমাগত চাপ পড়ায় অল্প বয়সে আর্থাইটিসের শিকার কোকো। ওরই স্কুলে পড়ে তাতাই। বয়সে একই হলেও, তাতাই বেশ লম্বা। কিন্তু ক্রমশ কুঁজো হয়ে যাচ্ছে ও। চিন্তায় ওর অভিভাবকরা। এক নামী আইটি কোম্পানির উচ্চপদে চাকুরিরত সীমান্তের আবার ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলছে এখনও।

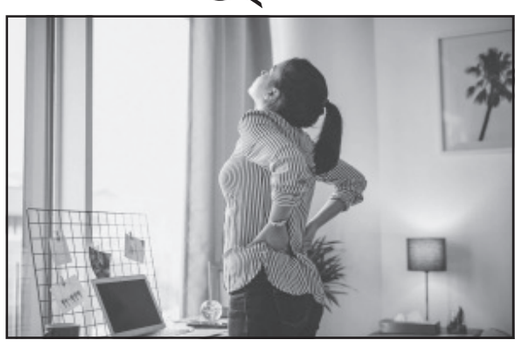

দিনের আট থেকে দশ ঘণ্টা সময় কাটে চেয়ার-টেবিলে বসেই। কাজ সেরে উঠলে কোমরে ব্যথায় দাঁড়াতে কষ্ট হয়। অনেক দিন ধরেই মেরুদণ্ডের সমস্যায় ভুগছে অরিত্রা। চিকিতকের পরামর্শ নিলেও, দাঁড়াতে, চলতে অসহ্য যন্ত্রণায় দিন কাটছে।
সমস্যার কারণ
ফিটনেস বিশারদ সৌমেন দাস বলছেন, এখন আট থেকে আশি প্রায় সকলেই কোমরে ব্যথা, শিরদাঁড়ায় সমস্যা, কুঁজো হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যায় ভুগছেন। এর পিছনে দায়ী সচেতনতার অভাব এবং অনেকটাই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। ছোটবেলায় অনেক সময়েই বাচ্চারা ভুল ভঙ্গিতে বসে। সঙ্গে রয়েছে ভারী স্কুল ব্যাগ। অভিভাবকেরা যথা সময়ে সচেতন হন না। ফলে সে অভ্যেসই দীর্ঘকালীন সমস্যার জন্ম দেয়। তা ছাড়া, সময়ের সঙ্গে বদল এসেছে আমাদের কাজের ধরন, রুটিনে। বিকেল হলেই মাঠে যাওয়া, খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার, ক্রিকেট বাদ গিয়েছে অনেক দিন। এখন চেয়ার-টেবিলে ঘাড় গুঁজেই সময় কাটে অধিকাংশের। ফলে যেমন শারীরিক ভঙ্গিতে আসছে বিকৃতি, তেমনই দেখা দিচ্ছে নানা গুরুতর সমস্যা।
সমাধানের উপায়
সমস্যা গুরুতর হলেও, এর সমাধান কিন্তু সহজ। চিকিতকের পরামর্শ তো বটেই, সঙ্গে নিয়মিত শারীরচর্চা অনেকাংশেই মুক্তি দিতে পারে। সৌমেন বলছেন, "স্পাইনাল কর্ডে সমস্যা এবং শরীরের ভঙ্গিগত সমস্যা, শারীরচর্চায় দুইই ঠিক হতে পারে।"
শারীরিক ভঙ্গিমার জন্য শারীরচর্চা সাধারণ ভাবে ভুল জীবনযাপন, শরীরের ভুল ভঙ্গি (পশচার) থেকে স্পাইনাল কর্ডের সমস্যা শুরু হয়। তাই সে দিকেই প্রাথমিক নজর দেওয়া প্রয়োজন।
চাইল্ড পোজ: শিশুর হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে মেঝেতে বসুন। এ বার পশ্চাদ্দেশ পায়ের গোড়ালির উপর রেখে, কপাল মাটিতে ঠেকান। হাত দুটো পিছনে নিয়ে তালু উল্টো করে পায়ের কাছে রেখে দশ গুনুন। রোজ অন্তত পাঁচ সেট করুন এই ব্যায়াম।
হাই প্ল্যাঙ্ক: প্রথমে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। এ বার দুই পায়ের পাতা এবং হাতের তালুর ভরে শরীরটাকে মাটি থেকে উপরের দিকে তুলুন। লক্ষ্য রাখবেন, হাঁটু এবং কনুই যেন ভাঁজ না হয়। উপর বা নীচে নয়, দৃষ্টি রাখুন একেবারে সোজা। এই অবস্থায় পনেরো গুনুন। তারপর দশ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে আবার করুন।
সাইড প্ল্যাঙ্ক: একই ভাবে মাটিতে ডান পাশ ফিরে শুয়ে পড়ুন। এ বার ডান পা এবং ডান হাতের উপরে ভর দিয়ে শরীরটা উপরের দিকে তুলুন। বাঁ পা সমান্তরাল ভাবে ডান পায়ের উপরে রাখুন। বাঁ হাত রাখুন তার উপর। এই অবস্থায় দশ গুনুন। পাঁচ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে অন্য পাশ ফিরে করুন। চাইলে সাইড প্ল্যাঙ্কে প্রশিক্ষকের পরামর্শে হাত-পায়ের অবস্থান ভঙ্গিতে সামান্য বদলও আনতে পারেন। গ্লুট ব্রিজ: এ বার চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে হাঁটু থেকে পা দুটো ভাঁজ করে নিন। হাত দুটো শরীরের দুই পাশে সোজা রাখুন। মাটিতে মাথা রেখে পায়ের উপর ভর দিয়ে কোমর থেকে শরীর উপরের দিকে তুলুন। এই অবস্থায় দশ গুনুন। বিশ্রাম সহ নিয়মিত তিন সেট করুন এই ব্যায়াম।
ক্যাট অ্যান্ড কাউ স্ট্রেচ: প্রথমে চার হাতে পায়ে ভর দিয়ে বসুন। হাতের পাতা ও হাঁটুকে সমান্তরালে রাখুন। এ বার প্রথমে মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে পিঠ উঁচু করুন। কুড়ি সেকেন্ড এই অবস্থায় থেকে মাথা যতটা সম্ভব উপরের দিকে তুলুন। সে সময় পেট নামিয়ে আনুন মাটির কাছাকাছি। খেয়াল রাখবেন, হাত যেন কনুই থেকে ভাঁজ না হয়।
ফরোয়ার্ড ফোল্ড টিল্ট: দুই পায়ের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ান। হাত রাখুন মাথার উপর। এ বার হাঁটু না ভাঁজ করে কোমর থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে হাত রাখুন মাটিতে। এই অবস্থায় দশ গুনুন। দিনে তিন থেকে চার সেট করতে পারেন এই ব্যায়াম।
এ ছাড়াও, শারীরিক ভঙ্গিমা ঠিক করতে, কুঁজো হয়ে যাওয়া এড়াতে চেস্ট ওপেনিং, স্ট্যান্ডিং ক্যাট অ্যান্ড কাউ, ডাউনওয়ার্ড ফেসিং ডগ ইত্যাদি ব্যায়ামও করতে পারেন।
মেরুদণ্ডের সমস্যায় শারীরচর্চা
স্পাইনাল কর্ডের সমস্যা কিন্তু এখন সাধারণ। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেও রয়েছে একাধিক ব্যায়াম। রোটেশনাল স্ট্রেচ, পেলভিক টিল্ট, ব্রিজ, শোল্ডার ব্লেড স্কুইজ, ক্যাট অ্যান্ড কাউ স্ট্রেচ-সহ নানা ব্যায়ামে মিলতে পারে আরাম।
রোটেশনাল স্ট্রেচ: পিঠ, কোমরের ব্যথা সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যায় এই ব্যায়ামের জুড়ি মেলা ভার। প্রথমে দুই পা ফাঁক করে, দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দাঁড়ান। এ বার ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের পাতা স্পর্শ করুন। বাঁ হাত তখন রাখুন কাঁধ বরাবর উপরের দিকে। আপনার দৃষ্টিও রাখুন বাঁ হাতের দিকেই। ঠিক দু'-তিন সেকেন্ড এই অবস্থায় থেকে এ বার বিপরীত দিকেও একই কাজ করুন। এ ছাড়াও, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে তো বটেই অন্য নানা ভঙ্গিতেও এই স্ট্রেচ করা সম্ভব।
পেলভিক টিল্ট: প্রথমে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার কোমর মাটিতে রেখে এক এক করে দুই পা মাটি থেকে তুলুন। কোমরের সঙ্গে সমকোণে পা ধরে থাকুন দশ সেকেন্ড। হাত রাখুন দেহের দুই পাশে। এ বার ডান পা নামিয়ে দেহের সঙ্গে সমান্তরালে রাখুন পাঁচ সেকেন্ড। ডান পা তুলে বিপরীত পায়েও একই পদ্ধতি অবলম্বন করুন। নিয়মিত দশ মিনিট এই শারীরচর্চা করুন।
শোল্ডার ব্লেড স্কুইজ: মাথা ও কোমর সোজা করে দাঁড়ান। কাঁধের দু'পাশে কনুই থেকে ভাঁজ করে হাত রাখুন। হাতের তালু কাঁধের সমান্তরালে, অপেক্ষা করতে বলার ভঙ্গিতে রাখুন। এ বার দুই কাঁধকে টেনে ধরুন পিছনের দিকে। দশ সেকেন্ড এই ভাবে ধরে থাকুন। পাঁচ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় একই ভাবে করুন।
চিন টু চেস্ট স্ট্রেচ: এই শারীরচর্চার শুরুতে মাথা রাখুন সোজা। এ বার ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে চিবুক ঠেকান বুকে। এই অবস্থায় দশ গুনুন। ঘাড়ের শিরায় টান লাগলে আস্তে আস্তে মাথা তুলে আবারও সোজা করুন। একটু বিশ্রাম নিয়ে এই পদ্ধতি দিনে অন্তত পাঁচ বার করুন।
এ ছাড়াও ব্রিজ, ক্যাট অ্যান্ড কাউ স্ট্রেচ, অ্যাবডোমিনাল কার্ল ইত্যাদিও করতে পারেন।
শারীরিক ভঙ্গিতে ত্রুটি বা স্পাইনাল কর্ডের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়মিত অন্তত ৪৫ মিনিট অবশ্যই করতে হবে শারীরচর্চা। পরে তা বাড়ানো যেতে পারে। সঙ্গে প্রয়োজন সচেতনতারও। সৌমেনের মতে, ভারী ব্যাগ, বইয়ের পাতায় মুখ গোঁজা জীবনযাপন বদলানো অসম্ভব, আগের মতো এখন আর বিকেলে মাঠে খেলতেও যায় না কেউ। তবে বয়স বাড়লে, একবার কুঁজো হয়ে গেলে, মেরুদণ্ডের সমস্যা শুরু হলে বা শারীরিক ভঙ্গিতে সমস্যা দেখা দিলে তা মেটানো কঠিন। তাই অল্প বয়স থেকেই যদি নিয়মিত শারীরচর্চা করা হয়, তা হলে এ সমস্যা কিন্তু অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব হবে। তবে মেরুদণ্ডের সমস্যায় শারীরচর্চা করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। নয়তো ভুল শারীরচর্চায় যন্ত্রণা কমার বদলে বাড়তে পারে।

শীতে চুল ঝরার পরিমাণ বেড়ে যায়

শীতকালে ত্বকের সমস্যায় নাজেহাল হতে হয় অনেককেই। ঠান্ডা আবহাওয়ায় চুলেরও নানা সমস্যা চোখে পড়ে। চুল ঝরা তো আছেই, সঙ্গে শীতকালে চুল আঠালো হয়ে যায় বেশি। ঘন ঘন শ্যাম্পু করেও অনেক সময়ে কোনও সুফল পাওয়া যায় না। আসলে চুলের পরিচর্যা মানেই প্রসাধনীর উপর ভরসা করে থাকা নয়। কিছু অভ্যাস শীতে এড়িয়ে চলা জরুরি।

১) কেরাটিন, স্মুদনিং, স্পা অনেকেই চুলে এ ধরনের ট্রিটমেন্ট করিয়ে থাকেন। এগুলি চুলের সাময়িক জেল্লা আনলেও আসলে চুলের স্বাস্থ্যের জন্য এ সব উপকারী নয়। কারণ, এগুলি করতে চুলে যে প্রসাধনীর ব্যবহার করা হয়, তাতে রাসায়নিক পদার্থ থাকে। চুলের জন্য এই উপাদানগুলি ভাল নয়।
২) শীতকাল মানেই নানা উতব আর অনুষ্ঠান। উতব উদ্যাপনের একটি বড় অংশ হল সাজগোজ। রূপটানের পাশাপাশি, চুলের সাজের জন্য অনেকেই ভরসা রাখেন স্ট্রেটনার, কার্লারের মতো যন্ত্রপাতির উপর। এগুলির অত্যধিক ব্যবহারে চুল আরও শুষ্ক এবং রুক্ষ হয়ে যায়। শীতকালে চুলের যত্ন নিতে এই ধরনের যন্ত্রপাতি থেকে দূরে থাকাই ভাল।
৩) কনকনে ঠান্ডায় সকালে উঠে হঠাৎ মনে হল শ্যাম্পু করবেন। কিন্তু ঠান্ডা জলে নয়। অগত্যা, গরম জলই ভরসা। উষ্ণ জলে স্নান করলেও চুল ধোয়া ঠিক নয়। গরম জল চুলের ফলিকল নষ্ট করে দেয়। চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ভুলেও গরম জল দিয়ে শ্যাম্পু করবেন না।

শ্বাসবায়ুর শত্রুরা...

শীতের শুরু মানেই শিশু আর বয়স্কদের জন্য চিন্তাবৃদ্ধি। কারণ ঋতু পরিবর্তনের এই সময়েই বাতাসে ধুলোকণার পরিমাণ বাড়ে, শহরের বুকে জমে ধোঁয়াশা। তার উপরে দীপাবলি-পরবর্তী সময়ে বাতাসে বারুদের গন্ধ এখনও যায়নি। দূষণ নিয়ে সচেতনতার প্রচার সত্ত্বেও তাই বাতাসে সাসপেন্ডেড পার্টিকলসের পরিমাণ হু-হু করে বেড়েছে। যাঁদের হাঁপানি, সিওপিডি বা শ্বাসজনিত অন্যান্য অসুখ রয়েছে, তাঁদের কাছে এই সময়টা কষ্টকর হয়ে ওঠে তাই। বিশেষ করে শিশু আর বয়স্কদের অতিরিক্ত সাবধানতা মেনে চলতে হয় এ সময়ে। এ সমস্যার সমাধানে দূষণ এড়িয়ে চলা ছাড়া বিশেষ উপায় নেই। তবে কষ্ট মাত্রা ছাড়ালে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সমস্যার উৎস প্রত্যেক বছরই ঋতু পরিবর্তনের সময়ে অনেক বাচ্চাই কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং তার সঙ্গে জ্বরের উপসর্গে কষ্ট পায়। তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য ভাইরাস তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করতে পারে এ সময়ে। শ্বাসনালিতে সংক্রমণ ছড়িয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এখন বহু শিশুরই অ্যালার্জির সমস্যা থাকে। তার সঙ্গে যদি যুক্ত হয় দূষণ, শ্বাসের সমস্যা বাড়তে বাধ্য। যথেষ্ট অক্সিজেন পৌঁছতে না পারা, কার্বনের পরিমাণ বাড়ার কারণে শিশুরা তো বটেই, কো-মরবিডিটি আছে, এমন বয়স্কদেরও সমস্যা বেড়ে যায়। অ্যালার্জির চোখরাঙানি কমন অ্যালার্জেন বলে যা পরিচিত, সেগুলো একটু চেষ্টা করলেই এড়িয়ে চলা সম্ভব। এতে শ্বাসের কষ্ট একটু হলেও রোধ করা যায়। যেমন, বাড়ির ভিতরে ধুলোর পরিমাণ যাতে কম ঢোকে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু বা বয়স্কদের সামনে ডাস্টিং করা যাবে না। বাচ্চাদের সফট টয়েজেও প্রচুর পরিমাণে ধুলো থাকে। পোষ্যের রোম, ফুলের রেণু, পারফিউমের কড়া গন্ধে শ্বাসের কষ্ট আরও বেড়ে যায়। ঘর স্যাঁতসেঁতে থাকলে ছত্রাকের সমস্যা আসতে পারে। কাঠের কাজ, দেওয়াল রং করা... এ সবই এড়িয়ে চলতে হবে এই সময়টায়। তাতণিক প্রতিকার দূষণের মাত্রা যখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তখন চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব দূষিত স্থান এড়িয়ে চলার। যেমন, বাড়ির শিশুটিকে নিয়ে এই সময়টায় দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসা যায়। বাজি পোড়ানোর মরসুমে এক ধাক্কায় শহর ও শহরতলিতে যে বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়ে যায়, সেটা থেকে খানিকটা বাঁচানো যেতে পারে শিশুটিকে। এ ছাড়া মাস্কের ব্যবহার সব সময়েই প্রযোজ্য। শুধু দূষণ এড়াতে নয়, মাস্ক পরলে অন্যদের ভাইরাল ইনফেকশন থেকেও নিজেকে বাঁচানো সম্ভব হয়। শিশুচিকিতক ডা. দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী বললেন, এই সময়টায় আমাদের কাছে অনেক বাচ্চাই শ্বাসের সমস্যা নিয়ে আসে। এর সঙ্গে ভাইরাল ইনফেকশন যুক্ত হলে কাশি পাঁচ-ছ'সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে টানা। যারা অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে ভোগে, তাদের কষ্টটা আরও বেড়ে যায়। তাতণিক উপশম হিসেবে ইনহেলার নিলে বেশ কাজে দেয়। অনেকের ধারণা, ইনহেলার নিলে তা অভ্যেসে পরিণত হতে পারে। কিন্তু ডা. রায়চৌধুরী বললেন, ওষুধ রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তার পার্শপ্রতিক্রিয়া আছে। ইনহেলেশন থেরাপি হল টার্গেট ওরিয়েন্টেড। অর্থাতশুধু ফুসফুসেই যাচ্ছে তা। তাই ওষুধ খাওয়ার চেয়ে ইনহেলার নেওয়া সব সময়েই বেশি উপকারী। তবে ইনহেলার নেওয়ার পরে অবশ্যই মুখ ভাল করে কুলকুচি করে ধুয়ে ফেলা উচিত। হাঁপানি জাতীয় অসুখে অনেক সময়ে স্টেরয়েড নিতে হতে পারে। তবে সিস্টেমিক স্টেরয়েডের পার্শপ্রতিক্রিয়া আছে। ইনহেলেশনাল স্টেরয়েড নিলে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ন্যূনতম। অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিজিজের ক্ষেত্রে ইনহেলার আর কাজ করে না। তখন নেবুলাইজারের সাহায্য নিতে হতে পারে।

মঙ্গলবার বটতলায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

চুঁচুড়ায় গোলাকার সুতলির বল উদ্ধার, বোমা না হওয়ায় ভয় ভাঙল স্থানীয়দের

হুগলি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় উদ্ধার হল এক ধরনের গোলাকার সুতলির বল। চুঁচুড়ার গোয়ালটুলি এলাকার ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত সানা। তাঁরা নজরে আসে এক ধরনের গোলাকার সুতলির বল। ভাবেন এটি বোমা হতে পারে। এলাকায় বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেখে, বাড়ির ট্যাঙ্কের পাশে পড়ে রয়েছে একটি সুতলির বল। পরে দেখা যায়, বোমা নয়, স্রেফ চটের সুতলি পড়ে রয়েছে। ভয় ভাঙে জনতার।

চন্দননগর পুলিশের ডিসিপি ঈশানী পাল বলেন, "সুতলি পাকানো ওই বস্তুটি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে দেখা গেছে, তার ভিতরে বারুদ নেই।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, 'সকালে ট্যাঙ্কের পাশে বলের মতো সুতোর বল পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখন পুলিশে খবর দেওয়া হয়। এখানে বাচ্চারা খেলাধুলো করে। সেই জন্যই আমরা আরও ভয় পেয়ে গিয়েছি। খুবই চিন্তায় আছি।'

উত্তরকাশির উদ্ধারকাজ নিয়ে ফের পুষ্করের সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রীর, সমস্ত কথা শুনলেন মোদী

নয়াদিল্লি ও উত্তরকাশি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির সিল্কয়ারা সুড়ঙ্গে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ নিয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে ফের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমান পরিস্থিতি এবং ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ নিয়ে মঙ্গলবার পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী দফতর থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে মুখ্যমন্ত্রী ধামি জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়া সমস্ত শ্রমিকদের নিয়মিত খাবার পাঠানো হচ্ছে। চিকিৎসক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও সব কর্মীদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ভিতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গেও কথাবার্তা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী ধামি প্রধানমন্ত্রীকে আরও জানিয়েছেন, এসডিআরএফ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ সেটআপের পাশাপাশি, বিএসএনএল দ্বারা টেলিফোন যোগাযোগ সেটআপও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনাস্থলে এসডিআরএফ, এনডিআরএফ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে চিকিৎসকের দলও রয়েছে। সব আধিকারিককে ২৪ ঘণ্টা তৎপর অবস্থায় রাখা হয়েছে।

গোসাবায় তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার ৪

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : গোসাবায় তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এরা সকলেই এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। মঙ্গলবার তাদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিচ্ছে পুলিশ।

সোমবার রাস্তা সারাইয়ে ব্যবহৃত সামগ্রীর মান নিয়ে প্রশ্ন তোলায় স্থানীয় তৃণমূল বুথ সভাপতিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে নির্মাণ সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার পর পরই পুলিশ তদন্তে নেমে চারজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব রাধানগরে তৃণমূলের বুথ সভাপতি মোছাকুলি মোল্লা খুনের ঘটনায় ধৃতদের নাম ফারুক বৈদ্য, রউফ মোল্লা, ইমরান মোল্লা এবং আনার জমাদার। খুনের ঘটনার দলেরই একাংশ জড়িত, তেমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই। ধৃতদেরও প্রাথমিক পরিচয় হিসেবে জানা যাচ্ছে, এলাকার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী তারা। আরও কেউ এই ঘটনায় জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বারুইপুর পুলিশ জেলার সুন্দরবন উপকূলীয় থানার পূর্ব রাধানগর এলাকার বাসিন্দা মোছাকুলি মোল্লা। তৃণমূলের বুথ সভাপতি ছিলেন তিনি। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, পূর্ব রাধানগর এলাকায় এক কিলোমিটার রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ নিয়ে ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে বচসা বাঁধে। কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না, এই অভিযোগে কন্ট্রাক্টর তথা প্রতিবেশী বাকিবুর মোল্লার সঙ্গে অশান্তি বেঁধেছিল মোছাকুলির।

এই অশান্তি ক্রমে চরমে ওঠে। অভিযোগ, লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় মোছাকুলিকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় গোসাবা হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই ঘটনা তদন্ত নেমে ইতিমধ্যেই সুন্দরবন উপকূল থানার পুলিশ ৪ জনকে গ্রেফতার করে । নিহত তৃণমূল নেতার পরিবারের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে খুন হতে হয়েছে মুছাকলি মোল্লাকে । নিহত তৃণমূল নেতার স্ত্রী তানজিলা মোল্লা বলেন, 'আমার স্বামী তৃণমূল করতেন । আক্রমণকারীরা যুব তৃণমূলের সদস্য । রাস্তা তৈরিতে কম সামগ্রী দেওয়ায় প্রতিবাদ করেছিলেন স্বামী। তাই তাঁর মাথায় মুগুর দিয়ে মেরে দেহ জলে ফেলে দিয়েছিল। এই ঘটনার সঙ্গে বাকিবুর আর তাঁর দলবল জড়িত আছে।'

বাকিবুর গোসাবার তৃণমূল বিধায়ক সুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ । নিহত তৃণমূল নেতার ছেলে মোরসেলিম মোল্লা বলেন, 'আমার বাবা তৃণমূলের মূল সংগঠনে ছিলেন । আর যাঁরা আমার বাবাকে মেরেছে, তারা যুব তৃণমূল করে । আমার বাবা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ । আমার বাবাকে যারা মেরেছে, তারা গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ । তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই আমার বাবাকে খুন হতে হল। এই খুনের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে, তাদের শাস্তি চাই আমরা ।'

এবার তিহাড়ে গিয়ে অনুব্রত-সায়গলকে জেরা করবে এনআইএ

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : কয়লা ও গরু পাচার মামলাই নয়, এবার জিলেটিন স্টিক উদ্ধার মামলাতেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র জেরার মুখে পড়তে চলেছেন বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ও তাঁর নিরাপত্তারক্ষী সায়গল হোসেন।

বীরভূমের মহম্মদবাজার থেকে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় অনুব্রত ও সায়গলকে দিল্লির তিহাড় জেলে গিয়ে জেরার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিল এনআইএ। সেই অনুমোদন মিলেছে বলে খবর। যত দ্রুত সম্ভবত এনআইএ আধিকারিকরা তিহাড় জেলে গিয়ে জেরা শুরু করবেন বলে সূত্রের খবর।

এর আগে বীরভূমের মহম্মদবাজারে ৮১ ডিটোনেটর উদ্ধারের ঘটনায় এনআইএ-র নজরে ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ও সায়গল হোসেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সূত্রে খবর, বিস্ফোরক উদ্ধারে ধৃতদের জেরা করে তাঁদের নাম পাওয়া গিয়েছিল। তাদের বয়ানের ভিত্তিতে তদন্তকারীদের ধারণা, অনুব্রতদের মদতেই জিলেটিন স্টিক মজুত করা হচ্ছিল জেলায়।

এই মামলায় মোট তিনটি চার্জশিট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। ১২ হাজার পাতার চার্জশিটের একাধিক জায়গায় অনুব্রতর নাম উল্লেখ রয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেই সূত্রেই তাঁদের জেরা করতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর, সায়গল হোসেনকে জেরা করার অনুমতি চেয়ে ব্যাঙ্কশাল আদালতে আবেদন জানায় এনআইএ.সেই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব তিহাড় জেলে গিয়ে সায়গলকে জেরা করা হবে। তার পর জেরার মুখে পড়বেন অনুব্রত মণ্ডল।

২০২২ সালের আগস্ট মাসে কয়লা পাচার মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়ে জেলবন্দি বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তারও আগে দিল্লিতে গ্রেফতার হন তাঁর নিরাপত্তারক্ষী সায়গল হোসেন। প্রথমে আসানসোল সিবিআই জেলে রাখা হলেও পরে তদন্তের স্বার্থে দিল্লির তিহাড় জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রয়েছেন অনুব্রতর মেয়ে সুকন্যাও।

তেলেঙ্গানায় জনসম্পর্কে জোর রাহুলের; সাফাই কর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন, অটোও চড়লেন কংগ্রেস নেতা

হায়দরাবাদ, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় বিধানসভা নির্বাচনের আর বাকি নেই। জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস, বিজেপি-সহ অন্যান্য দল। জনসভার পাশাপাশি জনসম্পর্কেও জোর দিচ্ছেন শীর্ষ নেতারা। এবার তেলেঙ্গানায় জনসম্পর্কে জোর দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সকালে হায়দরাবাদের জুবলি হিলসে সাফাই কর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন রাহুল গান্ধী। কথা বলেন গিগ কর্মীদের সঙ্গেও, পরে তিনি অটোও চড়েন।

তেলেঙ্গানায় মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে প্রচারপর্ব। দিনের শুরুতে জুবলি হিলসে সাফাই কর্মী ও গিগ কর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন রাহুল। রাহুল কথা বলেছেন হায়দরাবাদের অটো চালকদের সঙ্গেও। পরে অটোও চালান কংগ্রেস নেতা রাহুল।

ভি সেন্থিল বালাজিকে জামিন দিল না সুপ্রিম কোর্ট, আর্জি প্রত্যাহার ডিএমকে নেতার আইনজীবীর

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ুর মন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা ভি সেন্থিল বালাজিকে জামিন দিল না সুপ্রিম কোর্ট। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন বালাজি, কিন্তু মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেনি। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, বালাজির পরিস্থিতি খুব গুরুতর বলে মনে হচ্ছে না, ট্রায়াল আদালতে তিনি নিয়মিত জামিনের আবেদন জানাতে পারেন। এরপর সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিনের আর্জি প্রত্যাহার করেছেন ডিএমকে নেতার আইনজীবী। অর্থ তছরুপ মামলায় তামিলনাড়ুর মন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা ভি সেন্থিল বালাজিকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেনি। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, ট্রায়াল আদালতে তিনি নিয়মিত জামিনের আবেদন জানাতে

দিল্লিতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা, শুভারম্ভ করলেন উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা। দিল্লির সাংসদ ও ঊর্ধতন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা এই যাত্রার সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপ-রাজ্যপাল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের মানুষের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মতো বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। তিনি বলেন, এই যাত্রার উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চালু হওয়া বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

এই যাত্রার অধীনে সুসজ্জিত ভ্যানগুলি দিল্লির ১১টি জেলায় যাত্রা করবে এবং ৬০০টিরও বেশি স্থানে পৌঁছবে। এদিনের অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট গভর্নর-সহ দিল্লির সাংসদ এবং ঊর্ধতন আধিকারিকরা বিকশিত ভারত সংকল্প প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের ১৫ তারিখে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

খুশবু সুন্দরের বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ কংগ্রেসের, কয়েকজনকে আটক করল পুলিশ

চেন্নাই, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : 'চেরি মন্তব্য'''' ইস্যুতে মঙ্গলবার বিজেপি নেতা খুশবু সুন্দরের বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল তামিলনাড়ু কংগ্রেসের এসসি শাখা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই চেন্নাইয়ের সানথোমে খুশবু সুন্দরের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তামিলনাড়ু কংগ্রেসের এসসি শাখার সদস্যরা। এই বিক্ষোভের জেরে খুশবুর বাড়ির বাইরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়। পুলিশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটকও করেছে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে সামাজিক মাধ্যমে ''চেরি মন্তব্য'' করেছিলেন খুশবু।

এরই প্রতিবাদে খুশবুর বাড়ির বাইরে এদিন বিক্ষোভ চলে। বিজেপি নেত্রীর ছবিতে ঝাঁটাপেটা করা হয়, এমনকি জুতো দিয়েও তাঁর ছবিতে আঘাত হানা হয় বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে খুশবু বলেছেন, 'আপনারা (কংগ্রেস) কুশপুত্তলিকা পোড়াচ্ছেন, ঝাড়ু অথবা চপ্পল দিয়ে আমার ছবিতে মারছেন, আমার ছবিতে গোবরের ছিঁটিয়ে দিচ্ছেন। এতে বোঝাই যাচ্ছে, আপনারা (কংগ্রেস) আসলে নারীদের কতটা সম্মান করেন!'

সিমলায় খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু মহিলার মৃত্যু, আহত চারজন

সিমলা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশের থিওগ মহকুমার দেহা থানা এলাকায় সোমবার গভীর রাতে একটি গাড়ি খাদে পড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। গাড়িতে থাকা আরও চারজন আহত হয়েছেন। এরা সবাই দেহার কিশোর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, কুথারের কিশোর গ্রামের কাছে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে ৭০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে। গাড়িতে পাঁচজন ছিলেন। ঘটনাস্থলেই গাড়িতে থাকা এক মহিলাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার নাম মোহন লালের স্ত্রী গীতা (৪৬)। গাড়ি চালাচ্ছিলেন মোহন লাল। মোহন লাল ছাড়াও আহতদের মধ্যে রয়েছেন রীতা, সুভদ্রা ও রমেশ মাল্টা।

মঙ্গলবার থিওগের ডিএসপি সিদ্ধার্থ শর্মা জানিয়েছেন, আহতরা থিওগ সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দেহ ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

হইচইয়ের মধ্যে বিধানসভা থেকে কক্ষত্যাগ বিজেপি-র

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই উত্তপ্ত বিধানসভা। মঙ্গলবার বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাব এনেছিল বিরোধী দল বিজেপি।

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের বিষয়টি পাঠের অনুমতি দিলেও আলোচনার অনুমোদন দেননি। এরই প্রতিবাদে বিধানসভার ভিতরে হইচই শুরু করে দেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভায় ওঠে 'চোর ধরো জেল ভরো' ধ্বনি। ওয়েলে নেমে বিরোধী বিধায়করা স্লোগান তোলেন, 'আজ নেই দরকার চোরেদের সরকার'। এরপর তীব্র হইচইয়ের মধ্যে বিধানসভা থেকে কক্ষত্যাগ করে বিজেপি ।

অধিবেশনের শুরুতে দুর্নীতি নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা চেয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রস্তাবটি পাঠ করার অনুমতি দেন শ। প্রস্তাবটি পাঠ করেন বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাও। অধ্যক্ষ শুধু সেই প্রস্তাব পাঠ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা নিয়ে আলোচনার অনুমতি দেননি। এই নিয়েই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার ভিতরে তাঁরা দিতে থাকেন একের পর এক ধ্বনি। এরপর অধিবেশন থেকে কক্ষত্যাগ করেন বিজেপি বিধায়করা।

যদিও এ বিষয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, দুর্নীতির বিষয়টি বিচারাধীন। তাই এই নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা করা যায় না। সেই কারণেই দুর্নীতি নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আলোচনার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবুও তা পাঠ করতে দেওয়া হয়েছিল। তবে যে ভাবে বিধানসভায় বিরোধীরা ''চোর ধরো জেল ভরো'' স্লোগান দিয়েছেন তা কাঙ্ক্ষিত নয় বলে মত অধ্যক্ষের।

এদিকে, রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এ দিনের বিজেপির বিক্ষোভকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁর কথায়, 'ওরা টিভির পর্দায় বেঁচে থাকতেই এ সব করে। বিজেপি ভালো করেই জানে যে, বিচারাধীন বিষয় নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা করা যায় না। তবুও তারা টিভি পর্দায় থাকার জন্যই বিধানসভায় হইচই করে বিক্ষোভ দেখিয়ে ওয়াক-আউট করেছে।'

বিজেপি-কে তোপ বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : ''কালো পোশাক পরে এখানে যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাদের এমন অনেক কিছু আমি জানি যে মুখ খুললে পালাবার পথ পাবে না।''

বিধানসভা অধিবেশন থেকে কক্ষত্যাগ করে বিজেপি-র শোরগোলের সময় এই মন্তব্য করেন তৃণমূল বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়। সকাল সকাল বিজেপি সমর্থকেরা প্ল্যাকার্ড হাতে কালো পোশাক পরে হাজির হন বিধানসভায়। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মানিক ভট্টাচার্য ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে 'চোর' লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভ। সঙ্গে চলে চোর চোর, পার্থ কোথায়, বালু কোথায় ধ্বনি। বিজেপি বিধায়কদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে তীব্র কটাক্ষ তৃণমূল বিধায়ক ও মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

বিধানসভা থেকে ওয়াকআউটের পর অধিবেশনের কক্ষের বাইরে লাগাতার বিক্ষোভে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ সমস্ত বিজেপি বিধায়কেরা। এর জেরে ব্যাপক অশান্ত হয় বিধানসভা সভা চত্বর। সেখানে দাঁড়িয়েই তোপ দাগেন বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়।

তিনি বলেন, ''চোরের মায়ের বড় গলা। এখানে দাঁড়িয়ে যারা চোর চোর করে চিল্লাচ্ছে, তাঁরা প্রতি স্কোয়ার ফিট কত টাকা করে নেয় সব জানি। আমি যদি একবার মুখ খুলি, পালিয়ে বাঁচবে না। কিন্তু আমি শুধু মুখ খুলছি না এই কারণে যে আমি বিশ্বাস করি এক ড্রেসিংরুমে থাকলে নোংরা লিনেন বাইরে ধোওয়া উচিত নয়।''

এখানেই শেষ নয়, তৃণমূল বিধায়ক বাবুল সুয়ি নাম করে দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করে বলেন, ''আসানসোলে দিলীপবাবু তো একের পর এক কয়লা মাফিয়াকে সাইন করাচ্ছিলেন। আমি একমাত্র এর প্রতিবাদ করি। এই যে দিলীপ ঘোষ রোজ সকালে হাঁটতে গিয়ে বড় বড় কথা বলেন, এক বছর ধরে কোন ব্যবসায়ীর বাড়িতে ছিলেন উনি? কে তাঁকে ওই বিশাল বাড়িটায় থাকতে দিয়েছিল? উনি যে হাতে ঘড়িটা পরেন, কোথা থেকে পেলেন ঘড়িটা? ওই ঘড়িটা পরার মতো ক্ষমতা রয়েছে ওঁর? সোনার ইয়ে করা...কোথা থেকে এসব আসে?''

রাজস্থানের প্রতাপগড়ে বাস উল্টে আহত ৩৩ জন যাত্রী, ৩ জনের অবস্থা সংকটজনক

প্রতাপগড়,২৮ নভেম্বর (হি.স.) : সোমবার গভীর রাতে মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌর থেকে রাজস্থানের প্রতাপগড়ে যাওয়ার সময় একটি বাস উল্টে অন্তত ৩৩ জন যাত্রী আহত হয়েছে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। আহত সকলকে একটি ট্রাকে এবং পরে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে যে তিন যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ জানিয়েছে, জাখর ট্রাভেলসের বাসটি মন্দসৌর থেকে প্রতাপগড়ের দিকে যাচ্ছিল। আচমকাই দ্রুতগামী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাথুনিয়া গ্রামের কাছে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর বাসের ভেতরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়।

স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে বাসের জানালার কাচ ভেঙে যাত্রীদের উদ্ধার করে। খবর পেয়ে হাথুনিয়া থানার পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাত্রীদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঋষিকেশ মীনা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরাও জেলা হাসপাতালে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। এএসপি মীনা জানান, বর্তমানে জেলা হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। এএসপি আরও জানান, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া না গেলেও প্রাথমিকভাবে টায়ার ফেটে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেও অনুমান করা হচ্ছে।

বেআইনি নির্মাণ ভাঙার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ ডিভিশন বেঞ্চের

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : হাওড়ার লিলুয়ায় একটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ওই নির্মাণটি ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশের বিরোধিতা করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করা হয়। মঙ্গলবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ওই নির্দেশের উপর এক সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ওই নির্মাণটির প্রমোটার, সেটির বাসিন্দা এবং ফ্ল্যাটের মালিক-সহ সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শুনতে হবে বালি পুরসভাকে। সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে পুরসভার আধিকারিকেরা ওই জায়গাটি নতুন করে দেখবেন। তার পরেই পুরসভার তরফে প্রশাসনিক অবস্থান ঠিক করা হবে। তার আগে নির্মাণটি ভাঙা যাবে না।

এর আগে গত ২৩ নভেম্বর এই সংক্রান্ত মামলায় ওই বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। লিলুয়ার ২৯৫ স্কোয়ার মিটারের একটি বেআইনি নির্মাণ ২৯ নভেম্বরের মধ্যে ভেঙে ফেলতে বলে বিচারপতি বলেছিলেন, ভাঙার কাজে কেউ বাধা দিলে তাকে গ্রেফতার করবে লিলুয়া থানার পুলিশ।

বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে কোনওরকম আপোস না করার বার্তা দিয়ে বিচারপতি স্পষ্ট করে দিয়েছেলিন, তাঁর বাড়িও যদি বেআইনি হয়, তবে তা ভেঙে ফেলতে হবে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''একটিও বেআইনি নির্মাণ থাকা উচিত নয়। হাওড়ায় আমার বাড়ি রয়েছে। সেটিও যদি বেআইনি হয়, তবে তা বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিতে হবে।''

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সেদিনের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে এর পর বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানো হয়। তার ভিত্তিতেই মঙ্গলবার একক বেঞ্চের নির্দেশের উপর এক সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

তবে একই সঙ্গে জানিয়েছে, ওই স্থগিতাদেশের নির্দেশ 'অন্তর্বর্তী'। অর্থাৎ, এক সপ্তাহের মধ্যে বালি পুরসভাকে নির্মাণটি খতিয়ে দেখে তাদের অবস্থান ঠিক করতে হবে। আদালতকেও সেই মর্মে জানাতে হবে।

'কালীঘাটের কাকু' আর কুন্তলকে নিয়ে মন্তব্য তাপসের

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী তাপস মণ্ডলকে মঙ্গলবার আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে সাংবাদিকদের প্রশ্ন শুনে হঠাৎই তাঁর মুখে শোনা গেল 'কালীঘাটের কাকু' এবং কুন্তল ঘোষের নাম।

কুন্তল তদন্তকে বিপথে চালিত করছে বলে ইঙ্গিত দিয়ে তাপসের মন্তব্য, ''কুন্তল তো 'কালীঘাটের কাকু'র নামেই টাকা তুলত আমার কাছ থেকে। এখন অন্য কথা বলছে কেন বুঝতে পারছি না।'' একই সঙ্গে নিয়োগ মামলায় গ্রেফতার তাপস জানিয়েছেন আফসোসের কথাও। বলেছেন, ''কুন্তলের কাছেই আমি ফেঁসেছি।''

মঙ্গলবার নিয়োগ মামলায় শুনানি ছিল তাপসের। জেল থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথেই পুলিশের গাড়ি থেকে মুখ বার করতে দেখা যায় তাপসকে। তাঁকে দেখে এগিয়ে আসেন সাংবাদিকেরাও। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''কুন্তল কেন গোপাল দলপতির নাম বলছে জানি না। ও তো আমার থেকে টাকা নিয়ে কুন্তলকে দিয়েছে।''

সাংবাদিক জানতে চান, 'কালীঘাটের কাকু'র প্রসঙ্গেও। জবাবে তাপস পাল্টা বলেন, ''কুন্তল আমার কাছ থেকে টাকা তুলেছে 'কালীঘাটের কাকু'র নাম করেই। ওই বলেছিল 'কালীঘাটের কাকু'কে এই সব টাকা দিতে হবে।'' এর পরেই তাপসের সংযোজন, ''আমি কুন্তলের কাছেই ফেঁসেছি। তাই ওর নাম করলাম।''

বঞ্চিত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মামলার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে রাজ্যের জবাব চাইল আদালত

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : ন্যায্য চাকরির দাবিতে বঞ্চিত প্রার্থীদের কর্মসূচির বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে একের পর এক মামলা। সেই সমস্ত মামলার প্রাসঙ্গিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে পালটা মামলা দায়ের করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। এই মামলার শুনানীতে বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন, ”বেআইনি কি করেছে? কোথাও কোনও ১৪৪ ধারা জারি ছিল? পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলে আদালতে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা। শুধু শুধু হয়রান করতে অপ্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা করা হয়েছে বলে দাবি মামলাকারীদের।মঙ্গলবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে ওঠে মামলা। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আর্জি খতিয়ে দেখে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত রাজ্যের কাছে মামলার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। রাজ্যের কাছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানতে চান, ”বেআইনি কি করেছে? কোথাও কোনও ১৪৪ ধারা জারি ছিল? এই ভাবে মামলা বাড়াচ্ছেন!” বিচারপতির ভর্ৎসনার উত্তরে রাজ্য জানায়, ”করোনা মহামারীর মধ্যে তারা শিক্ষা মন্ত্রীর বাড়ি গিয়েছে। দল বেঁধে স্লোগান দিয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা আইন ও মহামারী আইনের সঙ্গে আরও নানা ধারা যুক্ত করা হয়েছে।” পালটা বিচারপতি জানতে চান, ”করোনা কোথায়? আর যে সব ধারা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কি দেওয়া যায়? অবিলম্বে কেস ডাইরি নিয়ে আসুন।” বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশে রাজ্যকে ৫ ডিসেম্বর কেস ডাইরি হাজির করতে নির্দেশ। স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদে সরব চাকরিপ্রার্থীরা। কয়েক বছর ধরে লাগাতার চলছে তাদের আন্দোলন। ন্যায্য প্রার্থীরা চাকরির দাবিতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে নেতা মন্ত্রীর কাছে নিজেদের দাবি পেশ করেও হয়নি লাভ। কখনও রাস্তার ধারে একটানা অবস্থান করেছেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের অতি সক্রিয়তা চ্যালেঞ্জ করে মোট আটটি মামলা দায়ের ১৩৮ জন অভিযুক্তের। ২০২০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে, কখনও আবার শিক্ষা মন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভে করতে দেখা গিয়েছে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের। যোগ্য হয়েও পাননি চাকরি, বদলে টাকা দিয়ে সেই চাকরি পেয়েছেন অন্য কেউ। নিয়োগ দুর্নীতির তথ্য সমানে আসতেই আরও সরব তারা। এরই প্রতিবাদে কখনও এসএসসি চেয়ারম্যানের অফিসে গিয়ে স্মরক লিপি তো আবার কখনও এম এল এ হস্টেলে গিয়ে বিরোধী বিধায়কদের কাছে নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্য আবেদন করেন।

বশেষ বিমানে লাঞ্চ সেরে নেবেন অমিত শাহ

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : রাত পোহালেই শাহি সভা! গেরুয়া শিবিরের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। সভার মূল আকর্ষণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সময় বাঁচাতে কলকাতায় আসার পথে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের বিশেষ বিমানে দুপুরে আহার সেরে নেবেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে ধর্মতলার এই সমাবেশকে জনসমুদ্রে পরিণত করতে তৎপর রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। মঞ্চ বাঁধার কাজ প্রায় প্রস্তুত। মঞ্চে কে, কোথায় বসবেন, কী ভাবে গোটা সমাবেশ পরিচালনা করা হবে, গোটা সভার নীল নকশা তৈরি। জানা গিয়েছে, সকাল ১১টা নাগাদ দিল্লি থেকে রওনা দেবেন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। দুপুর ১.১৫ নাগাদ বিশেষ বিমান এসে নামবে কলকাতা বিমান বন্দরে। সেখান থেকে বিএসএফের কপ্টার করে দুপুর ১.৪০ নাগাদ সভাস্থলের কাছে হেলিপ্যাডে এসে পৌঁছবেন তিনি। দুপুর ১.৪৫ নাগাদ ধর্মতলার সভায় উপস্থিত হবেন তিনি। দুপুর ৩টে ১৫ মিনিট পর্যন্ত সভায় উপস্থিত থাকবেন শাহ। এরপর ৩.২০ নাগাদ ফের বিএসএফের হেলিকপ্টার করে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছবেন তিনি। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের বিশেষ বিমানে রওনা দেবেন দিল্লির উদ্দেশ্যে। এর মাঝে কলকাতায় আসার পথে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের বিশেষ বিমানে লাঞ্চ সেরে নেবেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বুধবার নারাইনপুর তোপখানা ও বাউয়ারঘাট পঞ্চায়েতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

হাইলাকান্দি (অসম) ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অধীনে মঙ্গলবার বাশডর-বড় হাইলাকান্দি এবং সুদর্শনপুর- বন্দুকমারা পঞ্চায়েতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখি প্রকল্পের বাস্তবায়ন জেলায় হওয়ার জেলাবাসি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন তা তুলে ধরা হয়। সবাই বিভিন্ন বিভাগের প্রদর্শনী তুলে ধরা হয়। এতে বিভাগীয় প্রকল্পগুলির খতিয়ান, তথ্য পুস্তিকা ইত্যাদি মজুত রাখা হয়। এছাড়া সংকল্পযাত্রায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার গাড়ির মাধ্যমে দেশে জনমুখী প্রকল্পগুলির রূপায়নের ফলে দেশ কিভাবে উপকৃত হচ্ছে তাও দেখানো হয়। সভায় ব্যাংক সহ বিভিন্ন বিভাগ অংশ নেয়।

এদিকে বুধবার জেলার নারাইনপুর জিপির নারাইনপুর তৃতীয় খন্ডে সকাল সাড়ে নয়টায় এবং বাউয়ারঘাট পঞ্চায়েত অফিসে বেলা দেড়টায় বিকশিত ভারত সংকল্পযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। জেলা প্রশাসন থেকে প্রচারিত এক আবেদনে উভয় জিপির জনসাধারণকে সংশ্লিষ্ট বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় সামিল হবার আবেদন জানানো হয়েছে।

ঋণের টাকা ফেরত চাইতেই কোপ, প্রাণ গেল বেসরকারি সংস্থার আধিকারিকের

মুর্শিদাবাদ, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): ঋণের টাকা আদায় করতে গিয়ে খুন বেসরকারি সংস্থার ফিল্ড অফিসার। অভিযোগ, ঋণগ্রহীতার স্বামী কুপিয়ে খুন করেছেন। সোমবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা এলাকা। অভিযুক্তের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জাহাঙ্গীর আলম। বাড়ি মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া এলাকায়। তিনি বেসরকারি ঋণদান সংস্থার ফিল্ড অফিসার হিসেবে কাজ করতেন। ঘটনাটি ঘটে বেলডাঙা থানার নপুকুরিয়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, সোমবার বেলডাঙা থানার সারগাছি ব্রাঞ্চ থেকে তিনজন মহিলা এবং তিনজন পুরুষকর্মী গ্রামে ঋণের টাকা আদায় করতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, এক মহিলা টাকা দিতে অস্বীকার করায় তর্কাতর্কি শুরু হয়। মাত্র ২ হাজার ৫০০ টাকা আদায় না করতে পেরে অফিসের দিকে রওনা দেন ওই ৬ কর্মী। অভিযোগ, সেই সময় ঋণগ্রহীতার স্বামী পিছন থেকে কুপিয়ে দেয় জাহাঙ্গীরকে। অন্যান্য কর্মীরা বিষয়টি দেখে চিৎকার শুরু করে। তড়িঘড়ি ওই যুবককে উদ্ধার করে বেলডাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বেলডাঙা থানার পুলিশ।

শাহ তৃণমূলের বাকি নেতাদের গ্রেফতার নিয়ে বার্তা দিতে পারেন, মন্তব্য সুকান্তর

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে কলকাতায় এসে তৃণমূলের বাকি নেতাদের গ্রেফতার নিয়ে বার্তা দিতে পারেন। শাহ আসার ২৪ ঘণ্টা আগে সাংবাদিকদের কাছে এমন মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমান মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জেলে। এ ছাড়াও জেলে রয়েছেন তৃণমূলের দুই বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য এবং জীবনকৃষ্ণ সাহা। তিহাড় জেলে বন্দি বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। এর পরে তৃণমূলের শীর্ষস্তরের আরও নেতা ও মন্ত্রী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হতে পারেন বলে অনেক দিন ধরেই দাবি করে আসছে বিজেপি। অনেক বার তারিখও ঘোষণা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি তিনি ফের ডিসেম্বর মাসের কথা বলেছেন। সুকান্তবাবু বলেন, “আমরা বাংলার পরিস্থিতির কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরব। তিনিও বাংলার পরিস্থিতির কথা বলবেন। এবং চোরেরা যে আগামী দিনে জেলে যাবে, যেটা বাংলার মানুষ চাইছে সেই আশ্বাসও তিনি দেবেন।” বিজেপির এই সভা নিয়ে মঙ্গলবার সকালেও আক্রমণ শানায় তৃণমূল। রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, “কে গব্বর সিং আসছে, মমতার জয়-বীরুও তৈরি আছে।“ ফিরহাদের ‘শোলে’ ছবির খলনায়ক গব্বর সিং (আমজাদ খান)-এর জবাবে আবার সুকান্তবাবুও এনেছেন চলচ্চিত্রের উদাহরণ। তিনি আবার অক্ষয় কুমার অভিনিত ‘গব্বর ইজ ব্যাক’ ছবির কথা বলেন। সংবাদমাধ্যমকে সুকান্তবাবু বলেন, “ফিরহাদ হাকিম সাহেবের কি ‘গব্বর ইজ ব্যাক’ ছবির কথা মনে আছে! সেখানে ছবির গব্বর দুর্নীতিবাজদের ধরে ধরে শাস্তি দেয়। সেই অর্থে সত্যিই বুধবার গব্বর আসছেন। তিনি বাংলার দুর্নীতিবাজ, চোরেদের জেলে ঢোকাবেন।”

‘স্বাস্থ্যসাথী” প্রকল্প নিয়ে নয়া নিয়ম

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): ‘স্বাস্থ্যসাথী” প্রকল্প নিয়ে এবার নয়া নিয়ম হল। চিকিৎসকদের জন্য একেবারে কড়া নির্দেশ। অন্য রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ”স্বাস্থ্যসাথী” প্রকল্পের রোগী দেখা যাবে না বলে জানিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতর। ”স্বাস্থ্যসাথী” প্রকল্পের রোগী দেখতে হলে এ রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন থাকতেই হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হল। মঙ্গলবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বিবৃতি জারি করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। বলা হয়, ”অন্য রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে দেখা যাবে না স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের রোগীকে। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের রোগী দেখতে থাকতেই হবে বাংলার রেজিস্ট্রেশন। ভিন রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন থাকলে নথিভুক্ত করতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলে”। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানোর রেওয়াজ আটকাতেই এমন পদক্ষে। সরকারি হাসপাতালে কত অস্ত্রোপচার, বেসরকারি হাসপাতালে কত, তার উপরও নজরদারি চালাতে চায় রাজ্য। তাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ রাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত না করা থাকলে, ১ ডিসেম্বর থেকে আর ”স্বাস্থ্যসাথী” প্রকল্পে রোগী দেখা যাবে না। রাজ্যের সব চিকিৎসককে ”স্বাস্থ্যসাথী” পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

‘গব্বর সিং আসছে, মমতার জয় বীরুও তৈরি”, মন্তব্য ফিরহাদের

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): ”“কে গব্বর সিং আসছে, মমতার জয় বীরুও তৈরি আছে। এদের পায়ের তলার কোনও জমি নেই।” মঙ্গলবার বিধানসভা ভবনে এই ভাষাতেই বিজেপি-কে কটাক্ষ করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ বলেন, “এরা নিজেদের সংগঠন চালাতে পারে না। এবার অমিত শাহজী আসবে এর পায়ে পড়ে এরা কাঁদবে। মোদী ও অমিত শাহ একুশে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেও কিছু করতে পারেননি। এবার একা অমিত শাহ আসবেন, দুশো পার, পগার পার।””

লোকসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই ফের রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত শাহ। সেই প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার থেকেই বিধানসভা প্রাঙ্গণে ধরনা জোড়াফুলের। বুধবার ও বৃহস্পতিবারও চলবে এই ধরনা। লোকসভা ভোট দোরগোড়ায়, তার কয়েক মাস আগে কলকাতায় শাহি সভায় শক্তি প্রদর্শনে তৎপর বিজেপি। পালটা অমিত শাহের সভার প্রতিবাদে ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বার্তা তুলে ধরতে বিশেষ কর্মসূচি জোড়াফুল শিবিরের। এই সভার প্রতিবাদে বুধবার বিধানসভায় কালো পোশাক পরে ধরনায় বসবে তৃণমূল। সংবাদমাধ্যমের সামনে এই কর্মসূচির কথা জানান ফিরহাদ হাকিম। এদিন সকালে বিধানসভায় একদিকে আম্বেদকর মূর্তির নীচে ধরনায় বসে তৃণমূল বিধায়কেরা, অন্যদিকে অধিবেশন কক্ষের সামনে কালো পোশাক পরে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়কদের। তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে বিজেপিও। লোকসভার আগে শক্তি প্রদর্শনে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না গেরুয়া শিবির। আদালতের সবুজ সংকেত পেতেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয় বিজেপির। জেলায় জেলায় সভায় জমায়েতে আহবান জানাতে প্রচার সভা থেকে তৃণমূলের একুশের কায়দায় হয় খুঁটি পুজোও। জানা গিয়েছে, বুধবার সভায় যোগ দিতে আসা দলীয় কর্মী সমর্থকদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা রয়েছে। শাহি সভার জমায়েত একুশের জমায়েতকে টেক্কা দিতে পারে কি না সেটাই দেখার।

একে মিশ্রা সকাশে তিপ্রমথা

● **প্রথম পাতার পর**—দেববর্মণ, দলের সভাপতি বিজয় কুমার রাংখল, বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা, এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা সহ আরও অনেকেই। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, মূলত বৈঠকে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে জনজাতিদের সমস্যা সমাধান করবে সেই বিষয়ে চিন্তা করবে। তাঁর কথায়, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের মধ্য দিয়েই একমাত্র রাজ্যের জানজাতিদের সমস্যা সমাধান হবে। এদিন বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জনজাতি মোর্চার জনৈক নেতৃত্ব জানিয়েছেন, আজকের বৈঠকে এ কে মিশ্রার কাছে ষষ্ঠ তফশীলি বিল কার্যকরী করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। কারণ ওই বিলে জনজাতিদের অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার রয়েছে। তাছাড়া, দাবি জানানো হয়েছে এডিসি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি গঠন করার জন্য এবং জনজাতিদের জমি হস্তান্তরের অধিকার দেওয়ার জন্য ও দাবি জানানো হয়েছে।

দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**— যুক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ইউকো ব্যাঙ্কের এই শাখা থেকে স্বসহায়ক দলগুলিকে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলির সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরে বলেন, গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে কাজ করে চলছে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে স্বসহায়ক গোষ্ঠিগুলিকে ভিলেজ অর্গানাইজেশন ও ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন রাজ্যে বর্তমানে রাজ্যে ৫১ হাজার ২৫৪টি স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার প্রায় ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার মহিলা যুক্ত রয়েছেন। এর মধ্যে ১৯ হাজার ৯৬৪টি জনজাতি সম্পদায়ের মহিলা, ৯ হাজার ৬৮টি তপশিলী জাতিভুক্ত ও ২২ হাজার ২২২টি অন্যান্য ক্যাটাগরির মহিলা স্বসহায়ক দল রয়েছে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে ২,০৯৪ টি ভিলেজ অর্গানাইজেশন ও ১০২টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত স্বসহায়ক দলগুলিকে প্রায় ৪০ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা রিভলভিং ফাণ্ড হিসাবে এবং কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড হিসাবে ৪৯৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলারা আজ দারিদ্র দূরীকরণের বিরুদ্ধে ও তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের মধ্যে ৮৪ হাজার ৪২৪ জন মহিলা ‘লাখপতি দিদি’ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। আগামী ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ৯০ হাজার ‘লাখপতি দিদি’ করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলিকে সার্বিকভাবে মজবুত করতে মহিলা স্বসহায়ক দলগুলির মধ্যে আরও ৪০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ক্রেডিট লিঙ্কেজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্বসহায়ক দলের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ১৪ হাজার ৩০৮টি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস গড়ে তোলা হয়েছে। ক’ষিভিত্তিক সহায়তা করার জন্য স্বসহায়ক দলের ১ লক্ষ ৬৬ হাজার মহিলাকে কিষাণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পশ্চিম, ধলাই এবং সিপাহীজলা জেলায় ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে তিনটি জেলায় প্রায় ৬ হাজার স্বসহায়ক দলের মহিলা সদস্যদের শুকর পালন প্রকল্পের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গোমতী, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা এবং ধলাই জেলার ২ হাজার মহিলা স্বসহায়ক দলের সদস্যদের বয়লার পল্টিফার্মে যুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে ছয়টি জেলার ২৫টি ব্লকের ১২ হাজার মহিলা সদস্যাদের মৎস চাষের ক্লাস্টার এবং ৭টি জেলার ২১টি ব্লকের ৯ হাজার মহিলা সদস্যাদের ছাগল পালন ক্লাস্টারের আওতায় উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে সরকারি অর্থ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। এইক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা প্রধানমন্ত্রীর ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং ডিজিটাল ভারত গড়ার স্বপের মার্গ দর্শন। বর্তমান রাজ্যের সরকারও এই দিশায় কাজ করে চলছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের সিইও-র হাতে ইউকো ব্যাঙ্কের দেওয়া ২ কোটি টাকার চেক তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন মহিলা স্বসহায়ক দলের হাতে ইউকো ব্যাঙ্কের ঋণের টাকার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা জোনাল ম্যানেজার ইউকো ব্যাঙ্ক রাজ দাস। বক্তব্য রাখেন ইউকো ব্যাঙ্কের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ভি এন কামলে, জেনারেল ম্যানেজার ইউকো ব্যাঙ্ক রনজিৎ সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের কার্যনির্বাহী আধিকারিক ড. বমনিত কৌর।

বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ঃ রতন লাল

● **প্রথম পাতার পর**—কাজ হয়েছে ১০১.৭১, দক্ষিণগ কুলনগরে কাজ হয়েছে ৭৭.৯০, দক্ষিণ মহারাণীতে কাজ হয়েছে ১০০.৮৪, মহারাণীপুরে কাজ হয়েছে ৮৪.২৫, মানিক দেববর্মা ভিসিতে ৭৬.৪১, নবিনজয় বাড়িতে ৮৫.৮৩, পূর্বলক্ষীপুরে ৮৮.২২, শ্রীরামখরা ভিসিতে ৮০.১৫ এবংউত্তরগকুলনগর ভিসিতে ৭৯.০৬ শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ১৪টি ভিসির মধ্যে হলুদিয়া ভিসিরআরও কিছু তথ্যতুলে ধরে জানান, হলুদিয়া ভিসির ৫০৭টি পরিবারের মধ্যে ৩০৯টি পরিবারকে বিনামূল্যে মাথা পিছু ৫ কেজি চাল দেওয়া হচ্ছে। ৫০৭টি পরিবারেরমধ্যে ২৮৩ পরিবারকে আবাস দেওয়া হয়েছে। জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে ২৩৩টি বাড়িতে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি গত ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ রাজ্যেব কয়েকটি সংবাদপত্রে অভাবের তাড়নায় শিশু বিক্রির ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনিবলেন, এই শীর্ষকসংবাদের প্রেক্ষিতেমুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিকসাহা খোয়াই জেলার জেলাশাসককে তদন্তের নির্দেশ দেন। সেইঅনুসারে খোয়াই জেলার জেলাশাসকএবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনতৎপরতারসাথেঘটনার তদন্ত করে।অবশেষে তেলিয়ামুড়ার পুলিশমহকুমা প্রশাসন, সিডিপিও এবং চাইল্ডলাইনেব. সহায়তায় গত ২৪ নভেম্বর রাতেই শিশু সন্তানটিকে করবুক মহকুমার পশ্চিমকরবুক এডিসি ভিলেজের লক্ষণপাড়া রজনৈকরণজিৎ ত্রিপুরার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে শিশুটিকেতার পিতা মাতার কাছে তুলে দেওয়া হয়।

সাংবাদিকসম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী জানান, বর্তমানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে শিশুটি ও তার মা চিকিৎসাধীনরয়েছেন। শিশুটিরশারীরিকঅবস্থা সন্তোষজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ক’ষিমন্ত্রী আরওবলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে খোয়াই জেলার জেলাশাসক মা ও শিশুরপ্রয়োজনীয় সমস্ত রকম চিকিৎসারব্যবস্থা করতেমহকুমা হাসপাতালকে নির্দেশ দিয়েছেন।তাছাড়াও জেলাশাসক খোয়াই জেলারচাইল্ডওয়েলফেয়ারকমিটিকেপ্রতি দু’দিন অন্তর অন্তর মা ও শিশুটির বিষয়ে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।ইতিমধ্যেই জমিয়া এই পরিবারটিকেআরওআর, রেশন কার্ড এবংএমজিএন রেগার কার্ড দেওয়ারজন্যব্লক ও মহকুমা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জমিয়া এই পরিবারকেজমির পা-া প্রদান ও ভবিষ্যতেপ্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়আবাস দেওয়ার বিষয়টিপ্রশাসনের বিবেচনায়রয়েছে

সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার রাজভবন অভিযান

● **প্রথম পাতার পর**—প্রত্যাহার করা ইত্যাদি মেনে নেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু দুই বছরের অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত একটি প্রতিশ্রুতিও পালন করেনি।

তাই এসবের বিরুদ্ধে দেশের কৃষক, শ্রমিক খেত মজুর সহ বিভিন্ন অংশের মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

ক্ষতিগ্রস্থ বটতলা বাজারে বিরোধী দলনেতা

● **প্রথম পাতার পর**—আজ সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। এদিন তিনি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের সাথে কথাবার্তা বলেন। তিনি রাজ্য সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দাবি জানিয়েছেন।

সুড়ঙ্গমুক্ত তিন শ্রমিককে নিরাপদে নিয়ে আসতে তিন কর্মী পাঠালেন মমতা

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে আটকে পড়ে ৪১ জন শ্রমিকের প্রাণ বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। টানা ১৭ দিন প্রায় অন্ধকূপের মতো জায়গায় আটকে থাকা বিভীষিকার মতো ছিল শ্রমিকদের কাছে। বাইরে থেকে পাইপের মাধ্যমে খাবার ও ওষুধ পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে কি আর দুশ্চিন্তা দূর হয়? সুড়ঙ্গে আটক শ্রমিকদের মুক্তির সম্ভাবনা পরিস্কার হতে এ রাজ্যের শ্রমিকদের নিরাপদে নিয়ে আসতে মঙ্গলবার প্রতিনিধিদল পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন বিকেলে তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, ”নতুন দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনারের অফিসের লিয়াজোঁ অফিসার রাজদীপ দত্তের নেতৃত্বে একটি দল আমাদের লোকদের সাহায্য করার জন্য উত্তরকাশীতে ছুটে গেছে। দলটি উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারার সুড়ঙ্গে আটকে পড়া পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের নিজেদের বাড়িতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে। দলটিতে আরও রয়েছে: ১.শুভব্রত প্রামাণিক: মোবাইল ৮৯৮১২০০৪৭১ ২.সোমনাথ চক্রবর্তী: মোবাইল ৮১৩০২৫৮৭৫০ ও ৩.রাজু কুমার সিনহা: মোবাইল ৯৯৬৮৭৩২৬৯৫। আমাদের তিন জন কর্মীকে নিয়ে চালক এ. কুমার একটি গাড়িতে করে (নং. ঢক্ক০২ঙ্ঞ --- ০০১৪; মোবাইল ৯৯৭১৪১৩৪৫৮) উত্তরকাশীতে চলে গেছে। কোচবিহারের মনির তালুকদার, হরিণখালির

সেভিক পাখেরা, এবং হুগলির নিমডাঙ্গির জয়দেব প্রামাণিক উত্তরকাশীতে ধসে পড়া সিল্কিয়ারা-বারকোট সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়েছেন।” প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুপুর ২টো ৩০ মিনিট নাগাদ সিল্কিয়ারা-বারকোট টানেলের মধ্যে প্রবেশ করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভিকে সিং।

শ্রমিকদের স্বাগত জানাতে ঘটনাস্থলে ৪১টি ফুলের মালা আনা হয়। রাতের আগেই সুড়ঙ্গে ১৭ দিন ধরে আটক ৪১ জনকে বার করে আনা হবে বলে আশায় দেশবাসী। আটকে থাকা শ্রমিকদের বাইরে বের করে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে উদ্ধারকারী দল। অবশেষে মঙ্গলবার মেলে বড় সাফল্য। ”র‍্যাট হোল মাইনিং” পদ্ধতিতে সুড়ঙ্গ কেটে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনো সম্ভব হয়। এখন শুধু তাঁদের বাইরে বের করে আনার অপেক্ষায় আছেন সকলে।

উপর গুরুত্ব দিতে হবে

● **আটের পাতার পর** —চলতি কর্মসূচি সমূহের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। পাশাপাশি পর্ষদের গত কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নেওয়া পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, রাজ্যে গতবছর ’মিট দ্যা সায়েন্টিষ্ট’ কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছে। আগরতলার সায়েন্স সিটির প্রবেশ মুখের সৌন্দর্য্যায়নের কাজ চলছে। চড়িলাম ব্লকের চেসরিমাই-এর কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টারে ৫টি প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। সুবিধাভোগীদের মধ্যে জলের ফিল্টার বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বি’ান ও প্রযুক্তি পর্ষদের প্রধান প্রকল্পগুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অন্যতম’ হচ্ছে কলা উৎসব

● **আটের পাতার পর** — করেছে। কেবল অংশগ্রহণ নয়, নিজেদের ক’তিত্বে তারা রাজ্যের জন্য পুরস্কার এনে আমাদেরকেও গর্বিত করেছে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর জনপ্রিয় কর্মসূচি ’পরীক্ষা পে চর্চায়’ অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানান। তারা সেখানে উপস্থিত থেকে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে রাজ্যের সুনাম বৃদ্ধি করছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির অঙ্গ হিসাবেই এবার কলা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কন, সংস্ক’তি, খেলাধুলা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার পাশাপাশি শিল্পকলার বিষয়ে আরও আক’ষ্ট করার লক্ষ্যেই কলা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবে ছাত্রছাত্রীরা জেলা ও রাজস্তরে ১০টি বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। রাজ্যস্তরে প্রতিটি বিভাগে যারা প্রথম হয়েছে তারা জাতীয়স্তরে অংশগ্রহন করবে।জাতীয়স্তরে কলা উৎসবে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা গত তিন বছর ধরে পুরস্কার লাভ করে রাজ্যের সুনাম বৃদ্ধি করছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা এবং বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা শুভাশিষ বন্দোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানমে’ এবছর রাজ্যস্তরীয় প্রতিযোগীতায় যারা প্রথম হয়েছে তাদের পুরস্ক’ত করা হয়। পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কারস্বরূপ ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।গত বছর জাতীয়স্তরের কলা উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রী রিয়া গাঙ্গলী অনুষ্ঠান মধ্যে’ বেহালা বাদন পরিবেশন করেন।

৩ নেশা কারবারী

● **আটের পাতার পর** —সংলগ্ন গাড়ির গ্যারেজ, এমন প্রচুর জায়গা রয়েছে যা ব্রাউন সুগারের মূল আস্তানা বলে পরিচিত নেশাগ্রস্ত যুবকদের কাছে। এ সমস্ত এলাকায় নেশা কারবারীরা বিভিন্ন আড়ালের মধ্যে করে যুবকদের কাছে নেশা বিক্রি করে যাচ্ছে। বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে বিশালগড় রাউৎখলা কখনো চুরির কান্ড সংঘটিত হয়নি। যা বর্তমানে বিশালগড় রাউৎখলাবাসীকে দেখতে হচ্ছে। জানাযায় বেশ কিছুদিন পূর্বে মুদি ব্যবসায়ী স্বপন সাহার বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির কান্ড সংঘটিত করেছে এ সমস্ত নেশায় আসক্ত চোরের দল। তাই এ সমস্ত নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছে বিশালগড়বাসী।যদিও স্থানীয় বিধায়ক উনার প্রায় বক্তব্যে নেশামুক্ত বিশালগড় গড়ার স্বপ্নের কথা বলেন। কিন্তু বাস্তবে তা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন সেই দিকে তাকিয়ে আছে সমস্ত বিশালগড় বাসী।

আটকে গিয়ে প্রাণ গেল বৃদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**—বলায় অটো চালক কালু সাহা রজ্জব আলীর পুরুষ অঙ্গে আঘাত করেন এবং রজ্জব আলীর অন্ডকোষে সজোরে লাথি মেরে রজ্জব আলীর অন্ডকোষে ধরে ঠান দিয়ে মাটিতে ফেলে ওনার উপর উঠে কালু সাহা বলেই দাস সহ আরো অনেকে রজ্জব আলীকে আঘাত করতে থাকেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় জনগণ রজ্জব আলীকে গোমতী জেলা হাসপাতালে পাঠালে কর্তব্যরত চিকিৎসক রজ্জব আলীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য রজ্জব আলী ও আক্তার হোসেন উভয়েই রাঙামাটি পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। রজ্জব আলীর নিথর দেহ গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে শায়িত আছে, আগামীকাল ময়নাতদন্ত শেষে নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে। স্থানীয় জনগণ ও রজ্জব আলীর নিকট আত্মীয়ের দাবী অবিলম্বে রজ্জব আলীর খুনিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হউক। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় মানুষ ছি ছি রব তোলেন এবং উদয়পুরে শোকেরছায়া নেমে এসেছে। রজ্জব আলীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনে দুই মূল অভিযুক্ত বলাই দাস ও কানু সাহা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেছেন।

অঙ্গন

ত্রিপুরা সরকার
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর

তপশিলী জাতি লাভার্থীদের মধ্যে সেলাই মেশিন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান, উচ্চশিক্ষায় পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঋণ প্রদান ও তপশিলী জাতি ছাত্র-ছাত্রী নিবাসগুলির মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান।

৩০শে নভেম্বর, ২০২৩ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং - ১, আগরতলা।

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি : প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা।

সম্মানিত অতিথি : শ্রী সুধাংশু দাস
মাননীয় মন্ত্রী, তপশিলী জাতি কল্যাণ, প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার।

বিশেষ অতিথি : শ্রী দীপক মজুমদার
মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর নিগম।
শ্রী পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক
মাননীয় চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লি:।
শ্রী বি. এস. মিশ্র
প্রধান সচিব, তপশিলী জাতি কল্যাণ, প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার।

সভাপতি : শ্রী হরিদুলাল আচার্য্য
মাননীয় সভাধিপতি, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার/আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ রইল।

আগরতলা
২৭শে নভেম্বর, ২০২৩

অসীম সাহা
অধিকর্তা,
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা।

ICA/D-1332/23

শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে দাবাড়ু আরাধ্যা, অয়নজিৎ সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। নিজ স্কুলের সংবর্ধিত হলো দুই প্রতিভাবান দাবাড়ু। মঙ্গলবার ছিলো শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। ওই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হয় দুই দাবাড়ু আরাধ্যা দাস এবং অয়নজিৎ নাগ-কে। ওই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত আরাধ্যা জাতীয় অনূর্ধ-৯ দাবহায় গেলোবছর তৃতীয় এবং এবছর নবম স্থান দখল করেছিলো। এছাড়া নার্সারিতে পাঠরত অয়নজিৎ দাবা-তে আত্মপ্রকাশ ত্রিপুরার সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসাবে। মাত্র ৪ বছর বয়সেই জাতীয় আসরেও নজর কেড়েছে অয়নজিৎ। স্কুলের অধ্যক্ষ দিনবন্ধু দাস সংবর্ধনা জানান ওই দুই প্রতিভাকে। এবং আগামীদিনে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। স্কুলের ওই উদ্যোগের প্রশংসা করেন অভিভাবকরাও। নিজ স্কুলেই সংবর্ধিত হয়ে খুশি দুই দাবাড়ু। আগামীদিনে রাজ্যের পাশাপাশি স্কুলের নাম আরও উজ্জ্বল করবে প্রতিশ্রুতি দেয় দুই প্রতিভাবান দাবাড়ুই। প্রসঙ্গত: দুই দাবাড়ুই মেট্রিক্স চেস আকাদেমির শিক্ষার্থী।

হাইকোর্টেও রূপকের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। আবারও আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হলো রাজ্য ক্রীড়া জগতে বিতর্কিত নাম রূপক দেবরায়ের। এবার জামিনের আবেদন উঠেছিল ত্রিপুরা হাইকোর্টে।

সেখানেও মহামান্য আদালত আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রূপক দেবরায়ের বিরুদ্ধে প্রচুর অর্থ নয় ছয় এবং প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগের ভিত্তি ধরে ত্রিপুরা হাইকোর্টের পিপি রাজু দত্ত, আজ বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান।

এদিকে থানায় জারি করা এফ আই আর-এর ভিত্তিতে পুলিশ রূপক দেবরায়ের তল্লাশি জারি রেখেছেন।

এক সময় রূপক দেবরায় নিখোঁজ বলেও পুলিশ থেকে জানানো হয়েছিল।

সম্প্রতি অল ত্রিপুরা প্লেয়ার্স ফোরাম থেকেও রূপক দেবরায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে তার সংস্থাগুলো অবৈধ এবং বেআইনি ঘোষণা করার আর্জি জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি দোষীদের শাস্তি বিধানেও আবেদন করা হয়েছে। উচ্চ আদালতে রূপক দেব রায়ের আগাম জামিন নাকচ হয়ে যাওয়ায় এবার হয়তো রূপক দেবরায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন বলে ক্রীড়া মহলের একাংশের ধারণা।

কোচবিহার ট্রফি খেলতে ত্রিপুরার অনূর্ধ ১৯ ক্রিকেটাররা এখন গোয়ায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা এখন গোয়ায়। দুপুরের বিমানে গোয়ায় পৌঁছে হোটেলে উঠে বিকেলে কিছুটা ওয়ার্ম-আপ করে নিয়েছে।

তবে তেমন ভারী প্র্যাকটিসে ব্যস্ত হয়নি কেউই। কোচবিহার ট্রফিতে ত্রিপুরার পরবর্তী ম্যাচ গোয়ার বিরুদ্ধে।

খেলা নর্থ গোয়ায় পানজিম জিমখানা গ্রাউন্ডে। খেলা হবে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর। গ্রুপ লীগে তৃতীয় ম্যাচ।

পরপর দুই ম্যাচে ইনিংসে হেরে গ্রুপ লিগে একেবারে সর্বশেষ স্থানে ত্রিপুরা রয়েছে।

অনূর্ধ ১৯ কোচবিহার ট্রফিতে চার দিনের ম্যাচে এ ধরনের ট্র্যাডিশনাল পরাজয় ত্রিপুরার খেলোয়াড়, কোচ এমন কি রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যেও এখন আর কোনও প্রভাব পড়ে না। এলিট গ্রুপে খেলছে। ইনিংস সহ বিশাল রানের ব্যবধানে হেরে ঘরে ফেরার মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্যারিয়ারে জাতীয় ক্রিকেটের অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়ানোটাই এখন মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা বাহুল্য, ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ গোয়াও এখন পর্যন্ত সমপর্যায়ে রয়েছে।

দুটো ম্যাচ খেলে নিয়েছে। তবে কোনও পয়েন্ট এখনও পায়নি। প্রথম ম্যাচে মুম্বাইয়ের কাছে ইনিংস সহ বারো রানে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে চন্ডিগড় এর কাছে চার উইকেটে পরাজিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রুপে বিদর্ভ কিন্তু পরপর দুটি ম্যাচে ইনিংস সহ জয় ছিনিয়ে পুরো ১৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় শীর্ষে চন্ডিগড় দুই ম্যাচ থেকে ১৩ পয়েন্ট পেয়ে।

বিজয় হাজারে ট্রফি : জয়ের হ্যাট্রিকের লক্ষ্যে ত্রিপুরা আজ কেরালার মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। জয়ের হ্যাটট্রিক করার লক্ষ্যে আগামীকাল মাঠে নামবে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ কেরালা। ব্যাঙ্গালুরুর আলোর ক্রিকেট মাঠে হবে ম্যাচটি। বিজয় হাজার ট্রফি ক্রিকেটে। আসরে ৩ ম্যাচ খেলে ২ দলই দুটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে। শেষ দুই ম্যাচে ব্যাটসম্যান-রা রান পাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ত্রিপুরার শিবিরে। তবে স্বস্তির মধ্যে দুশ্চিন্তা ওপেনার পল্লব দাসকে নিয়ে। টানা ৩ ম্যাচে ব্যর্থ পল্লবকে কেরালা ম্যাচে দলে রাখার সম্ভাবনা কম। পল্লবের পরিবর্তে দলের হয়ে কে গোড়াপত্তন করবে তা আগামীকাল সকালে ম্যাচের আগে ঠিক করা হবে। মঙ্গলবারে হাল্কা অনুশীলন সেরে নেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। কেরালার বিরুদ্ধে জয় পেলে ত্রিপুরা এগিয়ে যাবে অনেকটাই, দাবি টিম ম্যানেজমেন্টের। আপাতত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় টসে জয়লাভ করলে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট নেবে। এবং চেষ্টা করবে বড় স্কোর গড়ে কেরালাকে চাপে ফেলে দিতে। দলনায়ক ঋদ্ধিমান সাহা এখনও রানে ফিরেননি। প্রতি ম্যাচেই নীচের দিকে নামছেন। শক্তিশালী কেরালার বিরুদ্ধে দায়িত্ব নিতে হবে প্রাক্তন ভারতীয় দলের ওই উইকেট রক্ষকটিকে। এছাড়া দল তাকিয়ে থাকবে সুদীপ চ্যাটার্জি, সতীশ গনিশ, বিক্রম কুমার দাস এবং রজত দে-র দিকে। বল হাতে ত্রিপুরা তাকিয়ে থাকবে গেলো ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়া কোনাবন প্লে সেন্টারের জয়দেব দেব -এর দিকে। এছাড়া রয়েছেন রাণা দত্ত, মণিশঙ্কর মুড়া সিং এবং অভিজিৎ সরকার।

ইম্ফলে খেলো ইন্ডিয়া আসরে জুডোতে তানিয়া-র স্বর্ণপদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ঠিক ১০ দিনের মাথায় আরও একটি স্বর্ণপদক পেলো ত্রিপুরার তানিয়া। ত্রিপুরার নাম আবারও উজ্জ্বল করল জাতীয় আসরে। এবার ইম্ফলে আয়োজিত ইস্ট ইন্ডিয়া খেলো ইন্ডিয়া মহিলা লীগ জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার তানিয়া দাস প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই খেলো ইন্ডিয়া আসরে আজ তানিয়া সাব-জুনিয়র গ্রুপে এই সাফল্য পেয়েছে। আগামীকাল ক্যাডেট গ্রুপের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৮ নভেম্বর স্বর্ণ পদক পেয়েছিল ত্রিপুরার তানিয়া দাস। অনূর্ধ-১৪ বালিকাদের জুডো প্রতিযোগিতায়। জম্মু-কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল জুডো প্রতিযোগিতায়। ১০ দিনের ব্যবধানে দু-দুটো স্বর্ণ পদক জয় করে উদয়পুরের ভগিণী নিবেদিতা জুডো সেন্টারে প্রশিক্ষণরত ওই জুডোকারটি দারুন নজর কেড়েছে। উদয়পুরের ভগিণী নিবেদিতা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী তানিয়ার জুডোতে হাতেখড়ি মাত্র আড়াই বছর আগে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/KLSD/2023-24 dated 27.11.2023

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 18/12/2023 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeTNo- 45/SE(I)/KGT/2023-24.	[illegible]	[illegible]	120 Days	Up to 15.00 Hrs on 18.12.2023	At 16.00Hrs on 18.12.2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

(Er P.C. Das)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti District, Tripura

ICA/C-3342/23

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura sealed cover Tenders are invited in plain paper for sale of 04(four) numbers of Condemned vehicles & Motor Cycles of office of the Commandant, Border Wing Home Guards Battalion (BWHGBN), A.D. Nagar, Agartala, Tripura on 'AS IS WHERE IS BASIS',

The willing bidders may collect detail information including Terms & Conditions from the office of the undersigned, BWHGBN, A.D. Nagar, Agartala on free of cost basis from 01.12.2023 to 05.12.2023 on any working day during office hours on submission of a prayer on plain paper.

Commendent
BWHGBN Organization,
West Tripura.

ICA/C-3343/23

PNIeT No.: 29/EE/UDP-DIVN/UDP/2023-24, Dated. 22.11.2023

The Executive Engineer, PWD(R&B), Udaipur Division, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

1. Construction of Office building adjacent to existing office building including constructigp and extension of main entrance gate including repairing of male prisoner building, legal aid and school building, lock up cell, existing office building etc. of Gomati District jail Udaipur, during the year 2023-24.

Rs/- Cost: &1,25,68,848.81, E/Money: &2,51,377.00, Time : 365 days.
DNleT No: 121/NIT/SE-IIIB/2023-24 :

*2. Construction of Mortuary in different Districts Hospital during the year 2022-2024/ (Mortuary in Gomati District Hospital) /SH: Civil Works, Internal water supply and sanitary installation etc.

E/ Cost: •92,32,645.56, EjMoney: %1,84,653.00, Time : 365 days.
DNieT No. 120/NIT/SE-II8/2023-24

3. Up-gradation of road from Gokulpur- Chataria masjid road (near Narayan Saha house) to Chinta Haran Mallik house of Chataria G.P/SH: Raisining of formation, soling, palasiding, toe walls, drain, protection with C.C blocks, metalling & carpeting during the year 2023-24 (ander Special Assistance to state for capital investment for 2023-24).

El Cost: •1,44,51,362:90; Eifioney: •2;89,027.00, Time: 180 days.
ONIeT No. 119/NITISE-IN/R/2023-24
Bid Fee of •4000.00 only (Non Refundable) .
Last Date & Time for Document:Downloading & bidding - 14.12.2023 up to 15.00Hrs
The Time & Date of opening:of bids - 15.12:2023 at 11.00 Hrs. if possible
For more detaits kindly visit: httpswlitripuratenders.qov.in

Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

ICA/C-3337/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-55/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, dt.23.11.2023,

The Executive Engineer R.D. Telaimura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 PM on 07/12/2023 for 05(Five) Nos. Civil works, For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766, Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA/C-3332/23

NIT NO: e-PT-39/W/EE/RDAD/2023-24 Dt. 24/11/2023

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites e-tender (two bid) in PWD Form No.8 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 07/12/2023 for 2 (two) nos works i.e. G.C.I Sheet partition wall and other allied works" and "Decoration of temporary stalls etc' for 18% Regional SARAS Fair 2023.

For details; visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-3329/23

Notice Inviting Quotation No:- 25/EE/AGRI/W/2023-24

On behalf of the 'Governor of Tripura', sealed separate quotations are invited from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 1 (One) No. Maruti EECO Vehicle for use of Assistant Engineer(Agri), Civil, Teliamura Agri. Sub- Division , Department of Agriculture & Farmers Welfare, Khowai District, Tripura, for a period of 12(Twelve) Months.

Last date & time for application = During office hours upto 06/12/2023, Issue of Bidding document= Up to 4.00
pm on 06/12/2023 and 07/12/2023, Cost of document= Rs.1,000/-(Rupees One thousand) only, Bidding document Selling & Dropping Center= office of the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare , Agartala, Tripura/ The Executive Engineer(Mech), Department of Agriculture & Farmers Welfare,
Office Lane, Agartala, Tripura, Dropping date & time= Up to 3.00 P.M. on 11/12/2023, Opening date & time on 11/12/2023 at 4.00 PM(If possible) .
For details, please contact to the office of the undersigned.

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West),
Department of Agriculture & F.W.
Agartala, West Tripura

ICA/C-3324/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের ৩৭তম কার্যকরি কমিটির সভায় মুখ্যমন্ত্রী

ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ছাত্রছাত্রীদের কাছে বি'ান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বি'ান ভিত্তিক বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের বি'ান ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতে হবে। আজ ত্রিপুরা রাজ্য বি'ান ও প্রযুক্তি পর্ষদের ৩৭তম কার্যকরি কমিটির সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। সচিবালয়ের ১নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় বি'ান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব ভি জি জেনার, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বি'ান ও প্রযুক্তি পর্ষদের বর্তমান কাজকর্মের সাফল্য, অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নতুন উদ্যোগসমূহ নিয়ে বিস্ত'ত আলোচনা করা হয়।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সাধারণ জনগণের প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে বি'ান ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যে বি'ান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে সেই বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বি'ান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরকে বিভিন্ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করার পাশাপাশি উন্নয়ন কাজের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনেও উদ্যোগ নিতে হবে। এর ফলে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপশি কাঙ্খিত সাফল্যের হারও বাড়বে।

সভায় বি'ান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস আগরতলার সায়েন্স সিটির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সভায় অবহিত করেন। তিনি জানান, নর্থ ইষ্টার্ন কাউন্সিলের অর্থনাকুল্যে আগরতলার সায়েন্স সিটিতে সায়েন্স পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য ১০.২৯ কোটি টাকা ম'রী পাওয়া গেছে। সায়েন্স সিটিতে থিম ভিত্তিক গ্যালারী এবং প্ল্যানেটরিয়ামও গড়ে তোলা হবে। এরজন্য ভারত সরকারের সংস্ক'তি মন্ত্রক ৪০ কোটি টাকা ম'র করেছে। সুকান্ত একাডেমীর আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়া ইনোভেশন হাব এবং উদয়পুরে সায়েন্স সেন্টার খোলা হয়েছে বলে অধিকর্তা সভায় জানান। তিনি আরও জানান, জলের ফিল্টারের ক্যাণ্ডেল উৎপাদনের জন্য চড়িলাম ব্লকের চেসরিমাইতে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। চড়িলাম ও কিল্লা ব্লকে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টারের মাধ্যমে মহিলাদের জীবিকা নিবার্হের সুযোগ ও ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারকে শক্তিশালী করে সেন্টার অব এ'লেন্স হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও সভায় অধিকর্তা উল্লেখ করেন।

সভায় বি'ান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস ত্রিপুরা রাজ্য বি'ান ও প্রযুক্তি পর্ষদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকের পিতৃ বিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ নভেম্বর।। প্রয়াত হলেন শান্তির বাজার দৈনিক সংবাদের প্রতিনিধি তথা শান্তির বাজার প্রেস ক্লাবের সভাপতির পিতা। শান্তির বাজার মহকুমার দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রতিনিধি তথা শান্তির বাজার প্রেস ক্লাবের সভাপতি সজল কান্তি বৈদ্যের পিতা যোগেশ চন্দ্র বৈদ্য আজ উনার বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছে ৮০। যোগেশ বৈদ্য প্রাক্তন বি এস এফ কর্মী ছিলেন। বি এস এফ এর চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। যোগেশ বৈদ্য বাংলাদেশের যুদ্ধেও অংশগ্রহন করেছিলেন। অবশেষে নিজ বাসভবনে অবসর জীবন কাটানোর পর আজ তিনি সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন।

ছামনু তে কংগ্রেসে যোগদান

এনিজস্ব প্রতিনিধি, ছামনু, ২৮ নভেম্বর: ছামনু বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন, লবনছড়া গাঁও সভার,পুসিহাম পাড়া থেকে, বিভিন্ন দল ছেড়ে আধিবাসী কংগ্রেস এ যোগদান করেছেন ২০ পরিবারের ৬১ জন ভোটার। আদিবাসী কংগ্রেস নেতা চক্রপানি ত্রিপুরার উপসিতিতে, লবনছড়া গাঁও সভার, পবিত্র রিয়াং এর এর নেতৃত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শাসকদল বি,জে পি, এবং মথা সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। তার কথায়, যে উদ্দেশ্যে রাজ্যে বিজেপি এবং এডিসিতে তিপ্রামথা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সুফল গরিব অংশের মানুষ পাচ্ছেননা। এলাকায় কাজ কর্ম নেই, দুর্গাপূজার পূর্বে রেগার কাজ করেও মিলছে না মজুরি। শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী নেই। তিনি আরো বলেন , এক মাত্র কংগ্রেস পারে চাকুরী দিতে। কংগ্রেস জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন বহু চাকুরী দিয়েছেন। তাই আগামী দিন কংগ্রেস কে শক্তিশালী করার জন্য পুনরায় কংগ্রেস এ ফিরে আসার আহ্বান করেছেন তিনি এদিন। পুসিহাম পাড়া থেকে ১৭পরিবারে ৫৪ভোটার এবং ভাগ্যমনি পাড়া থেকে ৩পরিবারে ৭ভোটার কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন। আদিবাসী কংগ্রেস নেতা চক্রপানি ত্রিপুরা, দলত্যাগীদের নামের তালিকা সহ সংবাদ প্রতিবেদক হাতে তুলে দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ৫১ হাজারের বেশি যুবককে নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ,২৮ নভেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩০ নভেম্বর বিকাল ৪ টে নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫১, ০০০ টিরও বেশি যুবককে বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন।

এই বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এক বিবৃতি জারি করে এই তথ্য জানিয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সারাদেশে ৩৭টি স্থানে কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হবে। এই উদ্যোগকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগগুলির পাশাপাশি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতেও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত নতুন কর্মচারীরা রাজস্ব বিভাগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, উচ্চশিক্ষা বিভাগ, স্কুলশিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সরকারে যোগদান করবেন।

নবনিযুক্ত নিয়োগপ্রাপ্তরাও ''আইজিওটি কর্মযোগী'' পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন। যেখানে ৮০০টিরও বেশি ই-লার্নিং কোর্স ''যেকোনও জায়গায় যেকোনো ডিভাইস'' শেখার ফর্ম্যাটের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে।

'সেরা খুঁদে বাউল' শুরু হচ্ছে আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ দ্বারা আয়োজিত বহুল প্রত্যাশিত দুই দিনব্যাপী রাজ্য-স্তরের অনূর্ধ-১৪ 'সেরা খুদে বাউল ২০২৩' আগামীকাল থেকে আগরতলা টাউন হলের প্রাঙ্গণে বিকেল ৫ টায় শুরু হবে।

ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিদ্যুৎ ও কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিশেষ অতিথি হিসেবে আগরতলা পৌর কর্পোরেশনের মেয়র দীপক মজুমদার এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। আগামীকাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংস্থার সভাপতি অরুণ নাথ। পরের দিন, অর্থাৎ ৩০ নভেম্বর, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার রাম প্রসাদ পাল এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিশেষ অতিথি হিসেবে খাদ্য, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে এআরডি, মৎস্য ও এসসি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সংস্থার সভাপতি অরুণ নাথ। 'সেরা ক্ষুদে বাউল ২০২৩' এর দ্বিতীয় দিনে, বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রাবেয়া সেতু। ত্রিপুরা লোক সংস্কৃতি সংসদ সকলকে এই দুই দিনব্যাপী কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যা সকলের জন্য উন্মুক্ত।

ভিত্তিহীনভাবে কর্তব্যরত সাংবাদিকের উপর মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ২৮ নভেম্বর: এক সাব ইন্সপেক্টরের অপদার্থতার কারণে নিজ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মামলায় জড়ালেন এক সাংবাদিক। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা বাজারে। শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অভিযোগ এনে রাজ্যের এক বৈদ্যুতিন চ্যানেলের স্থানীয় সাংবাদিক ধনুধর চাকমার বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় ছৈলেংটা থানা স্বপ্রনোদিত মামলা নেয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১৮ জুলাই ছৈলেংটা বাজারে আম বিক্রি করতে আসে বুদ্ধধন চাকমা নামে এক ব্যক্তি। বিক্রি করার জায়গা নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে কিছু বচসা হয় এবং পরে তার আমের টুকরি ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠে। পরের দিন ১৯ জুলাই বুদ্ধধনের চাকমার হেনেস্তার প্রতিবাদে সমাজের কিছু লোক ছৈলেংটা বাজারে এসে প্রতিবাদ শুরু করে। পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই খবর সংগ্রহ করতে যান রাজ্যের এক বৈদ্যুতুনিক চ্যানেলের স্থানীয় সাংবাদিক ধনুধর চাকমা। খবরটি ও প্রকাশিত করেন। শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অভিযোগে এনে প্রতিবাদে সামিল হওয়া অনেকের নামেই ১০৭ ধারায় স্বপ্রণোদিত মামলা নেয় ছৈলেংটা থানার পুলিশ। আশ্চর্যভাবে দিন কয়েক আগেই সেদিনের প্রতিবাদকারীদের সাথে ধনুধরের নামেও নোটিশ চলে আসে। এ ধরনের নজিরবিহীন ঘটনার তীব্র প্রতিবাদে জানিয়েছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জারনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের লংতরাইভ্যালী কমিটি। পাশাপাশি সুস্ঠ তদন্তক্রমে উক্ত পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছে।

সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক যুব উৎসব

বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছেঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুস্থ সমাজ গঠনে এগিয়ে আসার জন্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আজ বিশ্রামগর'ৈ শচীন দেববর্মণ ম'তি কলাক্ষেত্রে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানান। উৎসবের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার কাজ করছে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নেশামুক্ত সমাজ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে যুব সমাজ ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এলে রাজ্য তথা দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা জে ভি দোয়াতি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহঅধিকর্তা ভারতী নিগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। জেলাভিত্তিক যুব উৎসবে জেলার ৭টি ব্লক, ২টি পুরপরিষদ ও একটি নগরপ'ায়েতের যুবা শিল্পীরা লোকসংগীত, নৃত্য, আকমিক বক্ত'তা, গল্প লিখন, পোষ্টার তৈরীর উপর প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। উৎসবে ক'ষি, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, বন, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তর, সমবায় দপ্তর থেকে প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়।

রাজ্যভিত্তিক কলা উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অন্যতম' হচ্ছে কলা উৎসব

প্রত্যেক ছেলেমেয়ের মধ্যেই শিল্পকলার সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। এই সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অন্যতম ম' হচ্ছে কলা উৎসব। যা ২০১৫ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী সূচনা করেন। তখন থেকে প্রতিবছর জেলা, রাজ্য এবং জাতীয়স্তরে এই উৎসব আয়োজিত হচ্ছে।আজ আগরতলা টাউনহলে দুইদিন ব্যাপী রাজ্য ভিত্তিক কলা উৎসবের সমাপ্তি দিনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে আরও বলেন, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সংস্ক'তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে উৎসাহ দান, তাদের প্রতিভার যত্ন ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদের মেধা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করাই কলা উৎসবের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলাস্তর থেকে জাতীয়স্তরে এই উৎসব আয়োজন করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশের সাংস্ক'তিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরা। সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুলের নবম থেকে দ্বাদশ মানের শিক্ষার্থীরা এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। শাস্ত্রীয় কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত, চিরাচরিত লোকসংগীত, বাদ্য, গীতিনির্ভর যন্ত্রসংগীত, শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য, দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক চিত্রকলা, চিরাচরিত স্থানীয় শৈলীর পুতুল তৈরী এবং একক নাট্যাভিনয় এই দশটি বিভাগে শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারে। এবারের উৎসবে রাজ্যের ১৬০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেকেই জেলাস্তরে প্রথম হয়ে রাজ্যস্তরে অংশ নিয়েছে। রাজ্যস্তরে যারা প্রথম হবে তারা আগামী বছর ৯ থেকে ১২ জানুয়ারি দিল্লীতে জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর জাতীয়স্তরে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত গৌরবজনক ফলাফল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার ২১ দফা দাবিতে সংযুক্ত কিষান মোর্চার উদ্যোগে রাজভবন অভিযান করা হয়। *ছবি ঃ নিজস্ব*

ভাড়া ঘর থেকে যুবককের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর: ভাড়া ঘর থেকে এক যুবককের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। জয়নগর ৫ নং রোড এলাকার আশিস চৌধুরীর ভাড়াবাড়িতে এই মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে। সানীয় মানুষ ঘটনাটির টের পেয়ে থানায় খবর পাঠিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

বাড়ির মালিক আশিস চৌধুরী জানিয়েছেন, গত ১১ অক্টোবর তাঁর বাড়িতে ভাড়া এসেছিলেন নমিতা দাশগুপ্ত ও ছেলে তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত।

কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ করেই ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়াতে বাড়ির মালিক ও সানীয় মানুষ পুলিশকে খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ এসে দেখতে পায় ছেলে তীর্থঙ্কর দাশগুপ্তের মৃতদেহ মেঝেতে পরে আছে।

কিন্তু মা নমিতা দাশগুপ্তকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার : সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর : আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ গোর্খাবস্তিস্থিত খাদ্য ও ভোক্তা ভবনের কনফারেন্স হলের বৈঠকের শেষে একথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিনের বৈঠকে এই প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের ও ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের আধিকারিকেরা সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, গত ২০২২ সালে ওই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। সেকেরকোটে প্রায় ৮৫ একর জমিতে ওই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলছে। ওই প্রকল্পে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সেখানে মজুত করে রাখা হবে পেট্রল, ডিজেল এবং কেরোসিন। এখন পর্যন্ত ৩০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে, অতিসত্বর ওই সমস্যাগুলি সমাধান করে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার লক্ষমাত্রা নিয়েছে সরকার বলে জানান তিনি।

আজকের এই বৈঠকেউপস্থিত ছিলেন, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের চিফ জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস) নীতিন ভাটনাগর, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস) দীপক কুমার পাঠক, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার রাজীব দেববর্মা, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর এর অধিকর্তা নির্মল অধিকারী সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

ব্রাউন সুগার সহ বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ৩ নেশা কারবারী

চড়িলাম,প্রতিনিধি,২৮ নভেম্বর।। মঙ্গলবার বিকেলে গোপন খবরের ভিত্তিতে অফিসটিলা কর্মকার পাড়া থেকে নেশাকারবারী বাপি কর্মকার (৩৮)ওরফে মাস্তু,সুরজিৎ সাহা (২৬) বাড়ি বিশালগড় রাউৎখলায়, ও লিয়াজ মিয়া (২০) তার বাড়ি বিশালগড় থানাধীন কড়ুইমুড়া এলাকায়। তাদের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। অফিসটিলা কর্মকার পাড়ার বাপি কর্মকারের বাড়ি থেকে একটি গাড়ি, একটি স্কুটি, ২৬০ টি বাউন সুগারের কন্টেইনার, একটি ডিফেন্স স্টিক এবং নগদ অর্থ রাশি ৯৬ হাজার ৮৫০ টাকা বিশালগড় থানার পুলিশ উদ্ধার করেছে।নেশা মুক্ত বিশালগড় তৈরি করার স্বপ্ন বিধায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ দেখে থাকেন। এবং বিভিন্নভাবে এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।কিন্তু এই সমস্ত নেশা কারবারীদের পেছন থেকে কে বা কাহারা মদত জোগাচ্ছে সে বিষয়ে কোন কিছু বুঝে উঠতে পারছে না বিশালগড়বাসী। এই সমস্ত ব্রাউন সুগারের কৌটা সেবনকারি যুবকরাই বিভিন্নভাবে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জানাযায় যাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।তারা বর্তমানে জামিনে মুক্ত। সাধারণ মানুষের দাবী পুলিশ যেন তাদের এই জামিন এখন বাতিল করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তবে বিশালগড় বাইপাস, রাউৎখলা, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে প্রথম যে গেইটে চায়ের স্টল, বিশালগড় এসডিপিও চৌমুহনী, উত্তর রাউৎখলা, বিশালগড় জগন্নাথ জিউ মন্দির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।